৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১০ অগ্রহায়ণ – ১৬ অগ্রহায়ণ , ১৪২৮ ঃ ২৭ নভেম্বর – ৩ ডিসেম্বর, ২০২১

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 5, 27 November - 3 December, 2021 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রতিবাদ, ধরনা, অবস্থানে আটকে থাকা তিন

কেন্দ্রীয় কৃষি আইন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত পবিত্র গুরু নানকের জন্মদিনে দেওয়া ভাষণে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লি সীমানায় দীর্ঘ অবস্থানে বসে থাকা কৃষকদের বাড়ি ও ক্ষেতে ফিরতে অনুরোধ করেছেন তিনি।

রবিবার: সরকারি বেসরকারি হোমে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ

প্রায়শই ওঠে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল শিশু বিক্রির অভিযোগ আর গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেফতার হলেন খোদ সমাজকল্যাণ দফতরের পদস্থ আধিকারিক। সঙ্গে ধৃত হোমের কর্তা।

সোমবার: দিন বাড়িয়ে, জরিমানা মকুব করেও তেমন

লাভ হয়নি কলকাতা পুরসভার কর আদায়ের ক্ষেত্রে। এখনও বহু সম্পত্তির কর দীর্ঘদিন বাকি এই শহরে। আদায়ে কড়া হতে তাই ১৮টি সংশোধনী পাশ হল পুরবৈঠকে। এবার বিল যাবে সাইটে, ই-মেলে, হোয়াটস-অ্যাপে। কর না মেটালে কড়া পদক্ষেপ।

মঙ্গলবার: রাজ্যে পুরসভা ভোট নিয়ে কাটছে না ধোঁয়াশা। কলকাতা

ও হাওড়ার ভোটে খাবি খাচ্ছে আদালতের এজলাসে। এই অবস্থায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ডাকা সর্বদল বৈঠকে বিরোধীদের দাবি, ভোট হোক সব পুরসভার একসাথে। আদৌ তা হবে নাকি সবই সময়ের দরবারে।

বুধবার: এসএসকেএম হাসপাতালের নার্সদের বেতন কাঠামো

পুনর্বিন্যাসের দাবি নিয়ে আন্দোলন পৌঁছাল আদালতে। রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। দুদিন সময় চেয়েছে রাজ্য সরকার। আন্দোলন চলছেই। ফের শুনানি আগামী সোমবার।

বৃহস্পতিবার : প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে এসএসসির গ্রুপ

ডি নিয়োগ দুর্নীতির ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। রাজ্য সরকারের অ্যাপিলে সেই নির্দেশ স্থগিত হল তিন সপ্তাহের জন্য। এর মধ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত নথিপত্র জমা দিতে হবে আদালতে। পরবর্তী শুনানি সোমবার।

শুক্রবার: ঘোষণা হয়ে গেল কলকাতার পুরভোট। ঝুলে রইল

হাওড়া। পূর্বঘোষিত দিনক্ষণ অনুযায়ী আগামী ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে পুরভোট। ফল বেরোবে ২১ ডিসেম্বর। অন্যান্য পুরসভায় ভোট আদৌ হবে না ঝুলে থাকবে তা আদালতের হাতে। তবে সব জায়গাতেই ব্যাহত হচ্ছে পুর পরিষেবা। সবজান্তা খবরওয়ালা

সেই তিমিরেই অন্নদাতারা

শক্তি ধর : ফড়েদের কাছে কমদামে আত্মসমর্পণ নাকি সরকারের কাছে বেশি দামে প্রতারণা? এই প্রশ্নের গোলকধাঁধায় আজও আটকে আছে বাংলার চাষিদের ভাগ্য। তিন কৃষি বিল প্রত্যাহারের পরেও দিল্লির সীমান্তে যখন দেশের কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের গ্যারান্টির দাবিতে দ্বিতীয় দফার লড়াই শুরু করেছে তখন বাংলায় ধান কেনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি বাবুদের লেঙ্গি মেরে ফড়েরা সর্বাগ্রে পৌঁছে যাচ্ছে চাষিদের কাছে নগদের বান্ডিল নিয়ে। বিভিন্ন জেলা থেকে তুলে আনা খবর বলছে ১ নভেম্বর থেকে আকর্ষণীয় সহায়ক মূল্যে ধান কেনার পর্ব শুরু হলেও বেশিরভাগ জেলায় এখনও আড়ামোড়া ভাঙতেই পারেননি সরকারি বাবুরা। তাই অতি উৎসাহে চারিদিকে নেচে বেড়াচ্ছে জোতদার-আড়তদারদের ফড়েদের দল। এই গড়িমসি আসলে স্বাভাবিক কর্মহীনতা নাকি ফড়েদের সুযোগ করে দিতে ইচ্ছাকৃত কৌশল তা বুঝে উঠতে পারছেন না চাষিরা। তবে বাংলার চাষিদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে সহায়ক

মূল্য নয়, মহাজনদের দাদনই তাদের একমাত্র ভবিষ্যত। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, ব্যাঙ্ক ঋণ, অনলাইনে পরামর্শ, বীজ সারে ভর্তুকি সবই বড়লোকের বাড়িতে সাজানো শো-কেসের পুতুলের মতো। দেখতে শুনতে ভালো তবে সেসব ছুঁয়ে দেখার অধিকার তাদের নেই।

এমনিতেই এবার অতিবৃষ্টিতে চাষবাস বেশ কিছুটা বেহাল। তার উপর মূল্যবৃদ্ধি ভোগান্তি আরও বাড়িয়েছে। চাষিরা ভেবেছিলেন সরকারি দামে কষ্টের ফসলটা বেচতে পারলে কিছুটা সুরাহা হবে। সেভাবেই প্রথম দিকে এগিয়েছিল সরকার। বেড়েছে সহায়ক মূল্যের হারও। দুর্নীতি ঠেকাতে চালু হয়েছে অনলাইন পেমেন্ট বা হাতে হাতে চেক প্রদান। এমনকি চাষিদের সুবিধার জন্য মাঠে নামানো হয়েছে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে যাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা চাষিদের দুয়ারে দুয়ারে। কিন্তু সব কিছু ভেস্তে দিয়েছে সরকারের গয়ংগচ্ছ ভূমিকা। ফলে সরকারি মূল্য কুইন্টাল প্রতি ১৯৬০ টাকার বদলে ১৪০০-১৫০০ টাকায় নিজের ফসল তুলে দিতে হচ্ছে ফড়েদের হাতে। কোনও কোনও জায়গায় দর নেমেছে ১১০০-১২০০ টাকায়। অর্থাৎ এত ঢাকঢোল পিটিয়েও বাংলার চাষিরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়েছেন।

এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা অবশ্য নিজেদের মতো করে দিচ্ছেন সরকারি আমলারা। কোনও জেলাশাসক এর জন্য দায়ী করেছেন দাদন নেওয়াকে, কেউ আবার খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিচ্ছেন। এক কৃষি আধিকারিক তো মচকাতেই চাননি। বলেছেন, 'আমরা তো তৈরি, এখনও ধানই ওঠেনি।' তাহলে ধান কেনার দিন নির্ধারণ হল কীভাবে বা লক্ষ্যমাত্রাই বা ঠিক হল কেমন করে? উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে মাঠ-ক্ষেতের এই পরিস্থিতির টেরও পাওয়া যাবে না জেলার কৃষি দফতরগুলিতে। সেখানে সাজো সাজো রব। সবাই নাকি ঢাল তরোয়াল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। খোলা হয়েছে ধান সংগ্রহ শিবির। মাণ্ডিতে চলছে রেজিস্ট্রেশন। তবে ওই পর্যন্তই এখনও ডাক পাননি চাষিরা। ভাগ চাষিরা পড়েছেন আরও বিপাকে। জমির নথিপত্র না থাকায় রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না। আর সুযোগ পেয়ে ধান কেনার কুপন হাতিয়ে নিচ্ছে ফড়েরা। আর পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে সরকারিভাবে ধান কেনা শুরু না হলে বাংলার চাষিদের লক্ষ্মীলাভ অসম্ভব।

ভরসা এখন বোরো ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ নভেম্বর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লকে খাদ্য দফতর সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। গতবারের চেয়ে এবারে সহায়ক মূল্যের পরিমান কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। জেলা খাদ্য নিয়ামক আধিকারিক পৃথা সরকার জানালেন, এবার কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে ধান আনার জন্য কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা উৎসাহ মূল্য দেওয়া হবে। ব্লকের ফুড ইনসপেক্টর কেপিসি, সমবায় কেন্দ্র এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহায়ক মূল্যে ধান কেনার লক্ষ মাত্রা ২ লক্ষ ৯৫ হাজার মেট্রিকটন। জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ হায়দার আলি মল্লিক বলেন, কৃষকরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য সরকার সরাসরি ধান কিনছে। ফোড়েদের দাপট কমেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীরা ধান কেনায় কোনো কি সমস্যা হবে? হায়দারবাবু বলেন, কোনো সমস্যা হবে না, সব ক্ষেত্রেই খাদ্য দফতর নজরদারী চালাবে। স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যরাও যাতে লাভবান হয়, সেজন্য সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। তবে অনেক কৃষক বলছে, অকাল বর্ষণে আমন চাষে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায়, ধান বিক্রির ক্ষেত্রে অনেকে ব্লক পিছিয়ে থাকবে। যেমন বজবজ-২ নম্বর ব্লকের কৃষক নেপাল ভৌমিক বলেন, গত বছর বেশ কয়েক কুইন্টাল ধান বিক্রি করে করেছিলাম। সরকার ন্যায্য মূল্যে ধান কিনছে। মহাজন বা ফড়েদের কাছে আমাদের যেতে হচ্ছে না। তবে এবছর অকাল বর্ষণে ধান গাছ নষ্ট হয়ে গেছে, তাই ধান বিক্রি করতে পারব না।

তাই ধান কেনার লক্ষমাত্রা পূরণ হবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় থাকছে। তবে জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ হায়দর আলি মল্লিক বলেন, কোনও সংশয় নেই বাসন্তী, কাকদ্বীপ, ফলতা সহ বেশ কিছু ব্লকে ভালো আমন চাষ হয়েছে। তাছাড়া এখন বোরো ধান চাষও ভালো হয়েছে। তাই ধান কেনার লক্ষ মাত্রা পূরণ হয়ে যাবে।

বিএসএফ নিয়ে চাপান-উতোর

উত্তর ২৪ পরগনা সীমান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নয়া গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বনগাঁ ও বসিরহাট সীমান্ত মহকুমা দ্বয় সহ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা এখন বিএসএফের নজরদারির আওতায় এসে গেল। পশ্চিমবঙ্গে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা প্রায় ২ হাজার ২৪৩ কিমি। যার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনায় রয়েছে প্রায় এক হাজার কিমি। উত্তর চব্বিশ পরগণা সীমান্তবর্তী এলাকায় থাকার কারণে জিরো পয়েন্ট থেকে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত নজরদারির দায়িত্ব পেত বিএসএফ। কেন্দ্রের তরফ থেকে বিএসএফ-এর নজরদারির এলাকা পনেরো কিমি থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিমি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ, বসিরহাট সহ আরও অনেক এলাকা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারির আওতাধীন হল। শুধু তাই নয়, রাজ্যের প্রায় ৩৭ শতাংশ ডেসিমেজ ভৌগোলিক এলাকা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারির অন্তর্ভুক্ত হল বলে সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের অভিমত। তারা এমনও মনে করেন, বিএসএফের এই এলাকাবৃদ্ধির ফলে সীমান্তবর্তী গ্রামীণ জনজীবন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব জওয়ানরা গ্রামের মানুষের ভাষা বোঝেন না। একারণে গ্রামের মানুষকে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতে হবে। এছাড়া নজরদারির পরিধি বৃদ্ধির ফলে এলাকা বিশেষ সাম্প্রদায়িক স্পর্শকারতা জনিত ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। আবার সীমান্ত দিয়ে গরু, সোনা সহ বিভিন্ন সামগ্রী পাচার হয় বাংলাদেশে। এলাকাবৃদ্ধির ফলে বিএসএফের অভিযানও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সীমান্তবর্তী এলাকার আইনশৃঙ্খলা অবনতি ঘটার সম্ভাবনাও প্রবল।

পেট্রাপোল স্থল বন্দরের জনৈক ক্লিয়ারিং এজেন্ট ধৃতিমান পাল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বিএসএফকে বাড়তি এলাকা নজরদারির আওতায় দেওয়া মানে একটু বাড়াবাড়ি। এমনিতেই সীমান্তে তল্লাশির নামে অনেকসময় সাধারণ মানুষের উপর অহেতুক অত্যাচার করত বিএসএফ। বর্তমানে তার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। তবে আমরা তো ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কাজ করি।'

বনগাঁ ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক অশোক দেবনাথ বলেন, 'বিএসএফের নজরদারির এলাকাবৃদ্ধি নিয়ে আমরা অতটা চিন্তিত নই। তবে এটা বলতে পারি সীমান্ত গাড়ি ঢোকারমুখে তল্লাশির নাম করে গাড়িগুলোকে ইদানিং ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ড্রাইভারদের খাবারের জন্য সামান্য টিফিন বক্সও রেহাই পাচ্ছে না। আবার ওদিকে বিডিআরও প্রত্যেকটা গাড়ির তেল মেপে মেপে গাড়ি ছাড়ছে। মূল পয়েন্টে দু'দিকের এই ডিসটার্বে অহেতুক গাড়িগুলির প্রায় মাসাধিককাল ডিটেনশন হওয়ায় লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে আমাদের। এই মুহূর্তে এপার-ওপার মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার গাড়ি সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

বাগদা তৃণমূল ব্লক সভাপতি পরিতোষ সাহা বলেন, আমরা কার্যত জিরো পয়েন্টে বাস করি। এজন্যে এখানে বিএসএফ প্রায়শই যেভাবে হয়রানি করে অকল্পনীয়। তল্লাশির নাম করে যখন তখন তারা গ্রামবাসীদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এবং সীমান্ত আইনকে কাজে লাগিয়ে বাসিন্দাদের অহেতুক বিব্রত করে। আমরা ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু সব সময় ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব নয়। এ কারণে বিভিন্ন কাজে অথবা রাজনৈতিক কারণে কলকাতা থেকে ফিরতে মাঝে মধ্যে রাত হয়ে যায়। তখন গাড়ি আটকে তল্লাশির নাম করে বিএসএফ একপ্রকার অত্যাচার করে একথা বলা যায়।' এরপর পাঁচের পাতায়

দীর্ঘদিন বেতন বন্ধ আন্দোলনে আশাকর্মীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ওরা আশা কর্মী। রাতদিন পরিবার পরিজনদের উপেক্ষা করে প্রায় সারাক্ষণ কাজ করে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে বেতন না পাওয়ায় আন্দোলনের পথে হাঁটলেন ক্যানিং ১ নং ব্লকের প্রায় তিনশোর অধিক আশাকর্মী। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ৮ দফা দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর বিক্ষোভ দেখালেন ক্যানিং ১ ব্লকের ঘুটিয়ারী শরীফ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অবস্থিত ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কার্যালয়ের সামনে। আশাকর্মীদের দাবি উৎসাহ ভাতা না দিয়ে মাসিক বেতন পূর্ণভাবে আগেই দিতে হবে,স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে,প্যাকেজ প্রথা তুলে দিয়ে নির্দিষ্ট বেতন ২১ হাজার টাকা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দিতে হবে,অকারণে বাড়তি কাজের বোঝা চাপানো যাবে না,সরকারি ছুটিতে বেতনের টাকা

কাটা যাবে না,সমস্ত রেজিষ্ট্রার আর জেরক্স এর টাকা দিতে হবে। এদিন সমস্ত আশাকর্মীরা তাঁদের দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে জমা দেন। অন্যদিকে, আশাকর্মীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তারেক সরদার কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। আশাকর্মী অনিমা পাত্র,সুকন্যা সাঁফুই,রীতা রায়,প্রতিমা মিত্র,রেহেনা'রা জানিয়েছেন, অচিরে আমাদের দাবি না মানা হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য থাকবো।

ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তি পাদদেশে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ। ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

তৃতীয় লিঙ্গের প্রথম গ্রিন পুলিশ কর্মী পল্লবী চক্রবর্তী

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হোটর নামে একটি গ্রামে পল্লবী চক্রবর্তীর জন্ম। যখন সে জানতে পারল আর পাঁচটা মেয়ের মতো সে স্বাভাবিক নয়, যখন জানতে পারল সে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, তখন তার জীবনে নেমে আসে কালো দিন। কিন্তু হার মানার পাত্রী পল্লবী নয়। তার কথায় এখন পরিবারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক, তবে প্রথম দিকে বাড়ির সাপোর্ট পায়নি। পাড়া-প্রতিবেশিদের থেকে শুধু অবহেলা-বঞ্চনা-মানসিক-শারীরিক অত্যাচার সহ্য করেছি। টিউশনি করে পড়াশোনা করেছি, গ্র্যাজুয়েট হয়েছি। কলকাতা পুলিশের গ্রিন পুলিশে পরীক্ষা দিয়ে ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি চাকরিতে ঢুকি। এখন কলকাতা পুলিশের ট্রেনিং স্কুলে কর্মরতা।

প্রসঙ্গত তিনি প্রথম তৃতীয় লিঙ্গের কলকাতা গ্রিন পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নজির গড়েন। পল্লবী বলেন, তিনি প্রথম দিকে ওলা-উবের গাড়ির মতো একটি সংস্থায় মহিলা ড্রাইভার হিসাবে গাড়ি চালাতেন। পল্লবী জানান, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার আমাদের মতো তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কর্ম নিয়ে কিছু করুক। শুধু মাত্র রেশনে ২ টাকা কেজি চাল নিয়ে আমাদের সংসার চলবে না। বিশেষ করে এই বাংলায় আমাদের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন বোর্ড থাকলেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। তিনি বলেন কন্যাশ্রী-রূপশ্রীর মতো আমাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প করা হোক।

পল্লবীর আগামীর স্বপ্ন-সমাজে আমাদের সম্মানটুকু দেওয়া হোক। সকলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সমতা বজায় রেখে বাঁচতে চাই। আমাকে দেখে অনেকেই এখন লড়াইয়ের সাহস পাচ্ছে। আমাকে তাদের আইকন ভাবে। শেষে একটা প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল বাড়িতে নতুন ছেলে মেয়ে হলে বৃহন্নলারা যে যান এবং টাকা পয়সা নিয়ে বচসা হয়, এ ব্যাপারে কি বলবেন? পল্লবী বলেন, দেখুন এটা একটা প্রাচীন রীতি বা প্রথা। বৃহন্নলারা খুবই অসহায়, তাদের সংসার চলবে কি করে। সরকার এদের কথা ভাবুক। আমি এই প্রথা উঠে যাক বলতে পারব না কারণ তাহলে ওদের পেটে লাথি মারা হবে।

বিক্ষোভ বিভিন্ন চা বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১লা জানুয়ারী ২০২২ থেকে চা শিল্পে ন্যূনতম মজুরী চালুর দাবিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানের গেটে মঙ্গলবার ও বুধবার দু'দিনব্যাপী বিক্ষোভে সামিল হল চা শ্রমিকরা। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চা শ্রমিকদের জমির পাট্টার দাবি। চা শ্রমিকদের বিভিন্ন ইউনিয়নের যুক্তমঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম মঙ্গল ও বুধবার এই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। দীর্ঘদিন যাব চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরীর ফয়শলা হয়নি। এবার আর ধৈর্য ধরতে রাজি নয় শ্রমিকরা। দীর্ঘদিন লড়াইয়ের পরও এই মূহূর্তে চা শ্রমিকরা বড় বাগানের ক্ষেত্রে মাত্র ২০২ টাকা মজুরী পাচ্ছেন। ছোট বাগানের ক্ষেত্রে মজুরী আরো কম। চা শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে ২০১৫ সালে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারনের জন্য কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয় রাজ্য সরকার। এবছরই তৈরী হয় শ্রমিক, মালিক ও সরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া ৬ সদস্যের কমিটি। কমিটিতে সব আলোচনা হয়ে গেলেও এখন ন্যূনতম মজুরী চালু করা নিয়ে নতুন করে গড়িমশি শুরু করেছে মালিক পক্ষ। অথচ ১লা জানুয়ারী থেকে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী চালু হবে বলে ঘোষণা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ফলে জটিলতা তৈরী হয়েছে। এদিকে চা শ্রমিকরাও বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারই অঙ্গ হিসাবে মঙ্গল ও বুধবার বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে জয়েন্ট ফোরাম। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের জয়পুর, ভান্ডিগুড়ি, যাদবপুর চা বাগানের ফ্যাক্টরী গেটে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। বিক্ষোভ শেষে শ্রমিকদের প্রতিনিধি দল ম্যানেজারের হাতে তুলে দেন দাবিপত্র। নেতৃত্ব দেন চা শ্রমিক নেতা অমল নায়েক, জগদীশ মাহাতো, অবিনাশ বাখলা, আনন্দ দাস, ঝন্টু ওড়াও, যোগেশ রায়,পরিমল লোহার, বিপুল ওড়াও প্রমুখ। এরই পাশাপাশি বুধবার বিক্ষোভ সমাবেশ সংঘটিত হল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ডেঙ্গুঝাঝার করলাভ্যালী, সরস্বতীপুর, শিকারপুরসহ অন্যান্য চা বাগানে।

রমরম উত্থানের মাঝে উদ্বেগের বিরতি অর্থবাজারে

পার্থসারথি গুহ

কিছুদিনের জন্য অবশ্য একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে গেছিল সূচকের পথচলা। রমরমা ২–৩ মাসের পর থেকে প্রায় মাস দেড়েক–দুয়েক সূচক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। এই সময়ে বাজার একদিকে নিচে যেমন যায়নি, তেমনই ওপরের দিকেও নির্দিষ্ট রেজিস্ট্যান্সে গিয়ে বারবার ধাক্কা খেয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দুধরনের অবকাশই থেকে যাচ্ছিল। যুদ্ধংদেহী একটা চাপা আতঙ্ক থাকায় যেমন ১৫,৭০০–র কড়া সাপোর্ট ভাঙার আশু সম্ভাবনা ছিল তেমনই পরিস্থিতি শুধরালে সেই সূচকের মোর ঘুরে সাড়ে ১৮ হাজার তথা আগের উচ্চতাকে ছাপিয়ে যাওয়ার ভরপুর সুযোগও তৈরি হয়েছিল। এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে তাই সাধারণ ট্রেডাররা কিছুটা অস্থিরতায় ভুগেছেন নিঃসন্দেহে। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরাও যে খুব দিশা দেখাতে পারছেন তা নয়। বরং তাঁদের মধ্যেও একটা দোদুল্যমানতা কাজ করছে। যা মোটেই আশা জাগাতে পারেনি গড়পরতা লগ্নিকারীদের মধ্যে।

এর মধ্যে আশার কথা, ভারতীয় ট্রেডার তথা ডোমেস্টিক ফান্ডগুলোর ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা। বিশেষ করে গত কয়েকমাস ভারতের বাজারে ক্রমাগত বিক্রি করতে থাকা বিদেশি তথা এফআইআইদের পালটা হিসেবে যে প্রতিরোধ এই দেশি সাহেবরা গড়ে তুলছেন তা অভূতপূর্ব। আগে বিদেশিদের এইরকম বড় বিক্রির চাপ থাকলে বাজার নামত অনেকটাই। সেই জায়গাটা এবার শক্ত হাতে আটকে দিচ্ছে ডোমেস্টিকদের বিশাল অঙ্কের কেনা। এই জায়গাতেই চমকে যাচ্ছেন অনেকে। এখনও যদিও সেই মূল্যায়ন শুরু হয়নি, অন্তত খাতায় কলমে বিশেষজ্ঞরা তা করে দেখাননি।

এই বাজারে আন্দাজে বলে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগড়ুম বাগড়ুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। কারণ বাজার বারবার প্রমাণ করেছে সে ডোন্ট কেয়ার। নিজের মুড অনুযায়ী চলাই তার অভ্যেস। তাই অনেক তথাকথিত পণ্ডিত এখানে মুখ থুবড়ে পড়েন বা ভুলভাল ভবিষ্যতবাণী করেন। সেদিক থেকে প্রকৃত গুরুরাও যে একদম নেই তা নয়। কিন্তু তাঁরা যখন তখন হুটহাট মন্তব্য করেন না। তাঁরা সময় নেন, অবস্থার গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ চালান। তারপর একটা মোক্ষম ভবিষ্যতবাণী করেন। বলাবাহুল্য, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেটে যায়।

বাজার যখন এই ধরনের বুল–রাজের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে তখন অবশ্যই এরকম একজন প্রকৃত এক্সপার্ট–এর সাহায্য নেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে 'সিলেকশন' টা অবশ্যই কোনও চাপিয়ে দেওয়া থিওরি মেনে চলবে না। মানে কোনও চালু বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এক বিশেষজ্ঞ খুব কপচে যাচ্ছেন, আর আপনি তার কল নিয়ে বসলেন এসব হারাকিরির শামিল হতে পারে। বরং সঠিক বিশেষজ্ঞের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনে একটু তত্বতলাশ চালান। সেক্ষেত্রে হয়তো বাজারের সেই রত্নসম বিশেষজ্ঞ বা দূরদৃষ্টিসম্পন্নদের খুঁজে পাবেন। যাঁদের হাত ধরে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন নিশ্চিত জায়গায়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ নভেম্বর – ৩ নভেম্বর, ২০২১

মেষ : এই সপ্তাহ আপনার জন্য স্বাভাবিক হবে। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের এবং বন্ধুদের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যত পরিকল্পনা আলোচনা করুন। আপনার কাজ যদি সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত হয়, সিনিয়র কর্মকর্তা সঠিক নির্দেশনা দেবেন।

বৃষ : আপনি এই সপ্তাহে মিশ্র অভিজ্ঞতা পাবেন। আপনার পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা হবে। আপনাকে এই সপ্তাহে পরিবারের জিনিস কিনতে হবে, অতএব আপনি আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি যদি ব্যবসা করছেন, আপনি আপনার মুলতুবী টাকা পাবেন সরকারের মাধ্যমে বা বেসরকারী সংস্থা এর মাধ্যমে।

মিথুন : এই সপ্তাহ খুব শুভ এবং আপনি এই সপ্তাহে খুশি হবেন। কোন সদস্যের বিবাহ সম্পর্কিত কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আপনার পরিবারের মধ্যে গৃহীত হবে এবং এটি আপনার পরিবারের সুখ বৃদ্ধি করবে। আপনার বন্ধু বা আত্মীয় আগমনের কারণে আপনার পরিবারের পরিবেশ আরো আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠবে।

কর্কট : আপনি এই সপ্তাহে মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার সাথে সহকর্মীদের কিছু মতপার্থক্য বা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। আপনি সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করবেন। সকাল বেলা আপনি আর্থিক বা অন্য কোন কারণের জন্য সমস্যা এর সম্মুখীন হবেন।

সিংহ : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম করবেন। আপনি এই সপ্তাহে আর্থিক এবং স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত থাকবেন। গ্রাহকদের এবং ব্যবসায়ীদের সাথে আপনার দেখা হবে। সিনিয়র কর্মকর্তারা বা সমাজের সম্মানিত মানুষরা আপনার সাথে দেখা করতে পারেন।

কন্যা : এই সপ্তাহে আপনি সুখী থাকবেন এবং সাফল্য অর্জন করবেন। পরিকল্পনা যাই হোক না কেন আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। ফলাফল থেকে আপনি খুশি এবং সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনি সেই পরিকল্পনাগুলি শুরু করতে পারেন, যা আপনি অতীতে পরিকল্পনা করেছিলেন।

তুলা : আপনি এই সপ্তাহে মিশ্র ফলাফল পাবেন। আপনি হতে পারে দুপুরের আগে ভাল ফলাফল পাবেন না, কিন্তু সন্ধ্যায় আপনি ভাল খবর পাবেন। আপনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। অতএব আপনি সাবধানে ড্রাইভ করবেন এবং দীর্ঘ যাত্রা করবেন না। আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় ব্যয় করা উচিত।

বৃশ্চিক : এই সপ্তাহ আপনার সামাজিক, আর্থিক বা মানসিক, প্রত্যেক বিষয় এর জন্য খুব ভাল। আপনার দ্বারা তৈরি পরিকল্পনা হবে দ্রুত সম্পূর্ণ এবং আপনি পূর্ববর্তী মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। যদি আপনি সংগীত সম্পর্কিত কোনও কাজ করেন তবে আপনি পছন্দসই সাফল্য পাবেন।

ধনু : এই সপ্তাহ আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য খুব উপকারী। এই সপ্তাহে আপনি শুভ ফলাফল পাবেন। আপনি যদি ব্যবসা করেন, আপনাকে ব্যবসা সম্পর্কিত ট্রিপ এ যেতে হবে। এই যাত্রা আর্থিক লাভ এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করবে। নতুন ব্যবসার সংযোগ স্থাপন হবে।

মকর : এই সপ্তাহ আপনার পারিবারিক সুখী পরিবেশ তৈরীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দুপুরের আগে কোন ভাল খবর পাবেন। খবরটা জন্ম, বিবাহ বা অন্য কোন পারিবারিক জিনিস সম্পর্কিত হতে পারে। আপনার ভাই, বোন বা আত্মীয়ের বিবাহের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

কুম্ভ : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার স্ত্রী বা সন্তানের সঙ্গে কোন কারণ ছাড়া বিরোধ ঘটতে পারে এবং আপনার সম্পর্ক কর্দয হতে পারে। আপনি সকালের দিকে চিন্তার মধ্যে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য অসুস্থ হতে পারে এবং আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন।

মীন : এই সপ্তাহ আর্থিক এবং সামাজিক বিষয় এর জন্য খুব শুভ। যদি আপনি কোন সামাজিক পরিষেবাতে যুক্ত থাকেন, এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার বন্ধুদের এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আনন্দ উপভোগ করবেন এবং তাদের সঙ্গে ভবিষ্যত পরিকল্পনা আলোচনা করবেন।

অমৃত মহোৎসব জলপাইগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ির তিস্তা পর্যটক আবাসে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভারতীয় খাদ্য নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় খাদ্য নিগমের ডিডিশনাল ম্যানেজার ইন্দ্রনীল মণ্ডল সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। এছাড়া ছিলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিক সঞ্জীব মৈত্র, শুভকুমার দাস, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক দেবাশিস সরকার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে সংবর্ধনা জানানো হয় পদ্মশ্রী করিমুল হককে।

ভারতীয় খাদ্য নিগমের ডিডিশনাল ম্যানেজার ইন্দ্রনীল মণ্ডল বলেন, কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়া আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া খাদ্য সামগ্রীর সঠিক মান বজায় রাখা, সংরক্ষণ করা ও সঠিকভাবে বণ্টন করাই মূল লক্ষ্য বলে তিনি জানান। জানান, আগামী বছর স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ উপলক্ষে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সপ্তাহব্যাপী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান শুরু হল জলপাইগুড়িতে।

নাইন এমএম পিস্তল সহ গুলি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি পাড়া থেকে এক যুবককে নাইন এমএম পিস্তল সহ দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করল জলপাইগুড়ি পুলিশ। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল সাদা পোশাকে গ্রেফতার করে ওই যুবককে। তার বাড়ি রাজবাড়ি পালা এলাকায় তার নাম, রাজীব হাজরা (ডাকনাম ফতে) পুলিশের কাছে খবর ছিল এদিন নাইন এমএম পিস্তল বিক্রির উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করছিল। পুলিশের মতে এটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না হয়তো কোনও ক্রাইম করার উদ্দেশ্য থাকতে পারে তার। এর আগেও তার

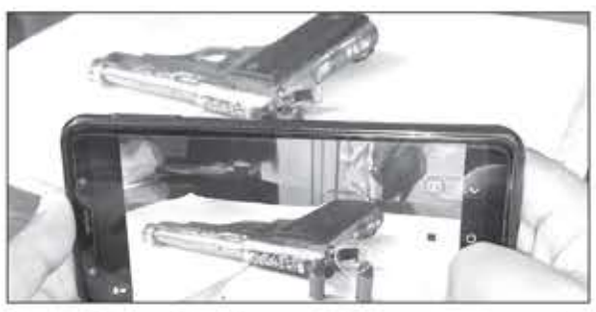

বিরুদ্ধে একাধিক ডাকাতির ঘটনায় জড়িত আছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এর আগেও দুর্গা পুজোর আগে ডাকাতির, ঘটনায় ময়নাগুড়িতে, গ্রেফতার হয়েছিল। পুলিশ জানায়, কী কারণে সে কোমরের নাইন এমএম পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল সে ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানায় গতকাল তাকে আদালতে পাঠানো হবে। সেই সঙ্গে সেই সঙ্গে আদালতের, কাছে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানাবে।

চোর সন্দেহে উত্তম–মধ্যম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ নভেম্বর মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি হাকিম পাড়ায়, চোর সন্দেহে বেঁধে উত্তম–মধ্যম ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনা জানা যায় গত কয়েকদিন আগে হাকিম পাড়া এলাকার এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে সাইকেল চুরি করে, নিয়ে গেছে এক ব্যক্তি। বাড়ির মালিক এই ঘটনা জানতে পারার পর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ওই ব্যক্তিকে শনাক্ত করে। পরে আজ মঙ্গলবার ওই ব্যক্তি এলাকায় ঢুকলে বাড়ির মালিক, শুভাশিস কর লক্ষ্য করেন, সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে ওই ব্যক্তির মিল রয়েছে পরে, ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে এলাকার ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে এলাকার বাসিন্দারা পরে বেঁধে রেখে তার ওপর জনতার উত্তম মাধ্যম। ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে এলাকার বাসিন্দারা পরে বেঁধে রেখে তার ওপর জনতার উত্তম–মধ্যম শুরু হয়। এবং ধৃত, ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চুরির কথা স্বীকার করে নেয়। এই অবস্থায় বাড়ির মালিক শুভাশিস কর, ধৃত ব্যক্তি, তাদের সাইকেল ফিরিয়ে দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্যথায় তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানান এলাকাবাসীরা।

ভাড়া বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপাইগুড়ি শহরে টোটোর ন্যূনতম যাত্রীভাড়া (যা বর্তমানে ১০ টাকা) বৃদ্ধি করার দাবিতে বৃহস্পতিবার পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয় টোটোচালকদের তরফে। বড় পোস্ট অফিস মোড়ে জমায়েত হয়ে টোটোচালকরা মিছিল করে জলপাইগুড়ি পুরসভার গেটে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। পরে পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সিআইটিইউ সমর্থিত টোটো চালকদের সংগঠন ই– রিকশা চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শুভাশিস সরকার, অনিল রায়, তোতাই কর, দুলাল রায়, মানিক কুন্ডু, সুবরন সরকার স্মারকলিপি নিয়ে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করেন । ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কোতোয়ালি থানার আইসি অর্ঘ্য সরকার এবং সদর ট্রাফিক ওসি বাপ্পা সাহা। স্মারকলিপি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ই– রিক্সা চালক ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শুভাশিস সরকার জানান, পুরসভাকে ৭ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। টোটোর ন্যূনতম যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে ।

পাহাড়ে নতুন দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাহাড়ে নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলো, গ্লেনারিজ কর্তা অজয় এডওয়ার্ডস মিরিকে বৃহস্পতিবার দিন একটি সাংবাদিক বৈঠকে জানান নতুন দল পাহাড়ে আত্মপ্রকাশ করলো নাম হামারো পার্টির। অজয় আগেই ব্যাবসায়িক মহলে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। এবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন দল গঠন করে দারুণ চমক দিলেন। রাজনৈতিক দল গঠন করার আগে তিনি পাহাড়ের বাসিন্দাদের সাথে বারবার বৈঠক করেন। এছাড়া তিনি তার অনুরাগীদের বলেন নাম নির্বাচন করবার জন্য । দুশো নাম নির্বাচিত হয়। এরমধ্যে ভোটাভুটি করে হামারো পার্টি নামটি নির্বাচিত হয়। বৃস্পতিবার অজয় এডওয়ার্ডস সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন নতুন দলের নাম ,চমক আসলো আবার পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত, পাহাড়ের রাজনীতি বরাবর জাতীয় বা রাজ্যের রাজনীতির থেকে আলাদা। সুভাষ ঘিসিং–এর জিএনএলএফ বা বিমল গুরুংরা এভাবে উঠে এসেছেন পাদপ্রদীপপের আলোয়।

সাংবাদিককে বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : টোটোয় করে মদ নিয়ে যাবার সময় প্রচুর পরিমাণে দেশি এবং ফরেন লিকার উদ্ধার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিককে ছবি তুলতে বাধা দেয় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারেরা। ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ সাংবাদিক মহলের। শুক্রবার ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজারের একটি মদের দোকান থেকে টোটোয় করে মদ নিয়ে যাচ্ছিল ফুল চাঁদ রায় নামে এক ব্যক্তি। মদ নিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার ও করেছেন ঐ ব্যক্তি। জানা গেছে তিনি ময়নাগুড়ি থেকে মৌলানিতে মদ নিয়েযাচ্ছিলেন। ঠিক সে সময়ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঐ টোটো থেকে মদ উদ্ধার করে এবং ঐ টোটোচালককে আটক করে। কিন্তু সে সময় সাংবাদিক ছবি তুলতে গেলে। কর্তব্যরত এএসআই তাকে ছবি তুলতে বাধা দেয়। কেন ছবি তোলার কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে? এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। এর পিছনে কি অন্য কোনো কারণ লুকিয়ে রয়েছে। এই ঘটনায়, এলাকায় চাঞ্চল্য । যদিও এব্যাপারে ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস–এর সঙ্গে মোবাইলে কথা বলার চেষ্টা করলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

পাহাড়ে রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টানোর ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাহলে পাহাড়ে রাজনৈতিক সমীকরণ কি পাল্টাচ্ছে এই নিয়ে প্রশ্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে। গতকাল অজয় এডওয়ার্ডসের নতুন পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে নাকতলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে জান গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতারা। বিমল গুরুং, রোশন গিরি সহ আরো কয়েকজন নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর সাথে দেখা করতে যান।

বেশ খানিকক্ষণ বৈঠক হয় দুই পক্ষের মধ্যে। বৈঠক শেষে পার্থ

চট্টোপাধ্যায় জানান গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতারা এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সাথে দেখা করতে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এখন বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত তাই মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। এছাড়া গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতারা আশ্বাস দিয়েছেন তারা সব সময় রাজ্য সরকারের পাশে থাকবেন।

অপরদিকে মোর্চা নেতাদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, তারা জানান পাহাড় এবং ডুয়ার্সের রাজনীতি নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর সাথে আলোচনা করেছেন তারা। এছাড়া তারা আরো জানান এই বছর জিটিএ নির্বাচন হবে, পাহাড়ে যাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় সে ব্যাপারেও দাবি রেখেছেন তারা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

কোটিপতি বিনা বেতনের শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেলেন জয়নগরের এক ছাপোষা ব্যক্তি। লটারির টিকিট কেটে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার ঘরে তুললেন জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কাঁসারি পাড়ার ৬১ বছরের প্রবীর কুমার প্রামানিক।এলাকায় বাপী মাস্টার নামে পরিচিত এই মানুষ টি ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত জয়নগর শ্রীকৃষ্ণ এফ পি স্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেছেন। তারপর থেকে ওই স্কুলে স্থায়ী চাকরি না পেয়ে জয়নগর কুলতলি বাস, ট্রেকার, ম্যাজিক ইউনিয়নের স্টাটার হিসাবে বর্তমানে রয়েছেন।গত দুবছর ধরে তিনি ভাগ্য ফেরানোর নেশায় নিয়মিত লটারির টিকিট কাটতেন। গত বুধবার সন্ধা ছটার নাগালান্ড সরকারের ডিয়ার বাম্পার লটারির টিকিটে তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়ে যান এক কোটি টাকা। আর এই খবর জানাজানি হতেই তাঁর বাড়িতে বুধবার রাত থেকে বহু মানুষ ভিড় করেন কোটিপতিকে একবার দেখার জন্য। বৃহস্পতিবার দুপুরে টিনের চালার এক চিলতে ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, আমি খুব আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করি। তবুও ভাগ্য বদলানোর নেশায় গত দুবছর ধরে লটারির টিকিট কাটছি। মাঝে মধ্যে ছোট খাটো টাকাও পেয়েছি এই লটারিতে। কিন্তু একসঙ্গে এত টাকা পাবো কোনো দিন কল্পনাও করি নি। তবে আমি এই টাকা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অসম্পূর্ণ থাকা বাড়িটি আগে করবো। তারপরে বাড়ির ও পরিবারের সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করে সামাজিক কাজে বাকি টাকাটা খরচ করবো। জয়নগর কুলতলি বাস, ট্রেকার ম্যাজিক ইউনিয়নের পরিবহন ব্যবস্থায় ও পুরবাসী দের স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে ব্যবহার করার জন্য একটা অ্যামবুলেন্স কেনার ইচ্ছে আছে। বাড়িতে তাঁর পরিবার বলতে ৮০ বছরের বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, দুই ভাই ও একটি আটমাসের ভাইপো। একটি মাত্র মেয়ে । তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে বারুইপুরে শ্বশুর বাড়িতে থাকে। তাঁর ৩১ বছরের দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী তাঁর স্ত্রী আরতি প্রামানিক বলেন, এবার আমাদের স্বপ্ন পূরণ হবে। আমি খুব আনন্দিত। ও এই টাকায় সাধারণ মানুষের পাশে থেকে যে কাজ করবে। আমি সবসময় ওর পাশে আছি। তবে প্রবীর বাবুর নিরাপত্তার কথা ভেবে জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা এদিন তাকে নিরাপত্তার কথা বললেও তিনি এ ধরনের কোনো নিরাপত্তা নিতে চান না। তবে তিনি তাঁর পুরস্কারের জন্য বিবেচিত টিকিটটি লটারির দোকানে জমা করেছেন। আর এখন শুধু অপেক্ষায় আছেন পুরস্কৃত টাকা নিয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণ করার।

নবরূপে সেজে উঠছে বেহাল গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রাজ্যের গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। আর তাই ১০ বেডের স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ নতুন ভাবে সেজে উঠতে চলেছে জয়নগরের মোমরেজগৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। বাসিন্দা দের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে নতুন ভাবে সাজতে চলেছে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের মোমরেজগৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।সাতের দশকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সময়ে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে বেশ কয়েক বছর ধরে বেহাল এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এখানে চিকিৎসক দেওয়া হলেও কোভিড পরিস্থিতিতে এখান থেকে চিকিৎসক তুলে নেওয়া হয়। এই নিয়ে এপিডিআরের পক্ষ থেকে ব্লক স্বাস্থ্য দফতর ও বিডিওতে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। অবশেষে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। কয়েকদিন আগে এই এলাকা পরিদর্শনে আসেন বিডিও ,আই সি,বি এম এইচ

ও,বিধায়ক সহ আরো অনেকে। বর্তমানে এখানে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ১০ টি বেড সহ পর্যাপ্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থাও থাকবে বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনও করেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক সহ অন্যান্যরা। বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার এ ব্যাপারে বলেন, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল অবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল। সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। সম্ভবত পুজোর আগেই নতুন আঙ্গিকে সেজে উঠবে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। জয়নগর ১ নং ব্লকের খাকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অধীন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র কয়েক বছর ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এমনকী, চিকিৎসকদের থাকার ঘরের অবস্থাও ভগ্ন। এর উপরে নির্ভরশীল ধোসা, তিলপি, চন্দনেশ্বর, খাকুড়দহ, জাংগালিয়া, নবগ্রাম, চালতাবেড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার মানুষজন। চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকমত না মেলায় সুদূর ৭ কিলোমিটার দূরে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতাল নতুবা ১৬ কিলোমিটার দূরে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে যেতে হয় সাধারণ মানুষকে। একটু বৃষ্টি হলেই চিকিৎসকের বসার ঘর থেকে শুরু করে রোগীদের বসার ঘরের ছাদ চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ে। জলের মধ্যেই কাজ করতে হয় চিকিৎসক দের। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনের জায়গা নোংরা আবর্জনায় ভরা। কোনও ঘরের জানলা থাকলে দরজা ভাঙা, আবার কোনওটির জানালা নেই। স্থানীয় মানুষজনের গরু রাখার জায়গায় পরিণত হয়েছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। বেলা গড়ালেও চিকিৎসকের কোনও দেখা নেই। একজন ফার্মাসিস্ট সব সামলাচ্ছেন। অনেকে বললেন,একজন মাত্র চিকিৎসক সপ্তাহে তিন–চারদিন আসেন।এছাড়াও একজন নার্স, দু জন গ্রুপ ডি কর্মী, এক ফার্মাসিস্ট নিয়ে চলে পরিষেবা। কিন্তু তাঁরাও অনিয়মিত। দুপুর ১ টা গড়ালেই বন্ধ হয়ে যায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র। নামেই পরিষেবা, সামান্য জ্বর নিয়ে এলে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘেরা জায়গায় নয় বলে সন্ধ্যার পর থেকেই মদ্যপ–দের আড্ডা বসে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভালো করার দাবি দীর্ঘদিনের। রাতবিরেতে আমাদের কষ্ট করে গাড়ি ভাড়া করে বারুইপুরে ছুটতে হয়। বিধায়কের কাছে আমরা এই সমস্যা নিয়ে জানিয়েছিলাম। অবশেষে সেই দাবি পূরণ করা হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রূপঙ্কর বোস বলেন, সমস্যা ছিল তা মিটতে চলেছে বিধায়কের উদ্যোগে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরার পাশাপাশি সংস্কারও করা হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। আর নতুন রূপে পেতে অপেক্ষা আর কয়েকটা দিনের।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে জখম হরিণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের আক্রমণের সম্মুখীন হল হরিণ। তাড়া খেয়ে রীতিমতো গুরুতর জখম হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় নদী সাঁতরে রাতের অন্ধকারে গ্রামের লোকালয়ে চলে এল একটি পূর্ণবয়স্ক হরিণ। আশ্চর্যজনক এমন ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত সজনেখালি রেঞ্জের পিরখালি জঙ্গল এলাকায়। আচমকাই এদিন একটি পূর্ণ বয়স্ক হরিণ বাঘের সামনে পড়ে আক্রান্ত হয়ে নদী সাঁতরে চলে আসে গোসাবা ব্লকের লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জেমসপুর গ্রামে। তখনও জঙ্গলের দিক থেকে শিকার হাতছাড়া হওয়ায় তর্জন গর্জন করছিল একটি বাঘ। এরপরই গ্রামবাসীরাই জখম ওই হরিণটিকে দেখতে পেয়ে খবর দেয় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রকৃতি মৃধাকে। তিনি সেই খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ চলে আসেন জেমসপুরে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে জখম ওই হরিণটিকে উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে হরিণটি সজনেখালিতে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

হোগল নদীতে দেহ, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের হোগল নদীতে এক মৃতদেহ ভাসতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে। নদী থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতদেহটি বাসন্তী থানার অন্তর্গত রামচন্দ্র খালি এলাকার বাসিন্দা পালান লস্কর (৯৫)নামে এক বৃদ্ধের। তিনি বিগত তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের লোকজন বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে বাসন্তী থানায় একটি নিঁখোজ অভিযোগ করেছিলেন।

বুধবার সকালে স্থানীয় মানুষজন হোগল নদীতে মৃতদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে পালান লস্কর বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। শৌচালয় করার জন্য হোগল নদীর পাড়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত কোনও প্রকারে পা পিছলে নদীতে পড়ে যাওয়ায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

প্রেমের পরিণতির আগে আত্মঘাতী স্কুল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমের পরিণত হওয়ার আগে আত্মঘাতী হল এক দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল ছাত্রী। মৃতের নাম তাপসী মল্লিক (১৮)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ছাত্রীর মা পরিচারিকার কাজ করেন কলকাতা। এদিন রাতে তিনি বাড়িতে ফিরে দেখেন তাঁর একমাত্র মেয়ে ঘরের মধ্যে ঝুলছে। কান্নাকাটি করে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন। প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসেন। তারা ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঠিক কী কারণে ওই ছাত্রী আত্মঘাতী হল সে বিষয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তালদির বাসিন্দা সুদর্শন মল্লিক ভিন রাজ্যে কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী বন্দনা মল্লিক কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন। দম্পতির একমাত্র কন্যা তাপসী মল্লিক। স্থানীয় একটি উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বাবা-মা বাড়িতে না থাকায় বিগত প্রায় দুবছর আগেই স্থানীয় এক স্কুল ছাত্রের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমিক যুবক মাঝে মধ্যে যাতায়াত করতো বলে পাড়া প্রতিবেশীদের দাবি। এছাড়াও গত মঙ্গলবার সকলের অলক্ষ্যে প্রেমিক তার প্রেমিকার বাড়িতে এসেছিল। সেই সময় জোরপূর্বক দৈহিক মেলামেশা হতে পারে বলে দাবি ছাত্রীর মেসো শুভেন্দু মন্ডলের। আর সেই কারণে এমন আত্মঘাতীর ঘটনা ঘটেছে। তবে ময়না তদন্ত তা উঠে আসবে। অন্যদিকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা এলাকায় চাউর হলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার পারিবারিক অশান্তির কারণে এক গৃহবধূ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে বারুইপুরের বেগমপুর এলাকায়। আর এর জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। গৃহবধূকে বাপের বাড়ির লোকজন উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃতার ভাই পলাশ ছাটুই বলেন, জামাইবাবু মারধোর করে দিদিকে খুনের চেষ্টা করে। প্রায় সময়েই নানা অশান্তির কারণে দিদির উপর জামাইবাবু ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। জানা গিয়েছে, গৃহবধূর নাম পল্লবী মণ্ডল। বাড়ি বারুইপুরের কুড়ালি এলাকায়। দুইবছর আগে বেগমপুরের অসীম মণ্ডলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। পুলিশ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে।

বিদ্যুতপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : নিজের জমিতে চাষের জন্য মোটর পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। আচমকাই এমন দুর্ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার সাধারণ মানুষজন বিদ্যুৎপৃষ্ট ওই যুবককে নিয়ে তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসেন চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে বাসন্তী থানার তিতকুমার গ্রামে। মৃত যুবকের নাম উত্তম মন্ডল (৪০)। উত্তম পেশায় কৃষিজীবী। তাঁর কিছু চাষের জমি রয়েছে। এদিন সকালে সেই জমিতে সেচের জন্য জল দেওয়ার জন্য ক্ষেতে যানহয় ওই যুবক। মোটর পাম্পে বিদ্যুত সংযোগ করেন। আচমকা ওই পাম্প বিদ্যুত হয়ে যাওয়ায় উত্তম বিদ্যুতপৃষ্ট হন। জমির মধ্যে ছিটকে পড়েন। আশেপাশের কৃষকরা ছুটে আসেন। তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। তবে হাসপাতালে আনার আগেই উত্তমের মৃত্যু হয়। বাসন্তী থানার পুলিশ দেহটি ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়।পুলিশ জানায়, কী কারণে ওই যুবকের মৃত্যু হল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, এমন দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু হওয়ায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

থমকে যাওয়া রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি সুন্দরবনবাসীর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন: সুন্দরবনের যোগাযোগের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনের রেলপথ সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করেন। সেই মত কাজও শুরু হয়। পর্যটন মানচিত্রে সুন্দরবনের আলাদা একটা ভূমিকা আছে আর তাই সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার ক্যানিং থেকে ঝড়খালি পর্যন্ত প্রায় ৪১ কিমি রেলপথ সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করেন। আর সুন্দরবনের রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য ক্যানিংয়ের মাতলা সেতুর ওপর রেল সেতুর কাজ শুরু হয়। এর জন্য মাতলা নদীর ওপর বেশ কয়েকটি পিলার তৈরি করা হয়। তারপরে এখনও পর্যন্ত মাথার উপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। কিন্তু পিলারের উপর থেকে আর কাজ এগোয়নি। থমকে গেছে এই কাজ। ক্যানিং থেকে ঝড়খালি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে সুন্দরবন মানুষের যাতায়াতের যেরকম একটা সুবিধা হতো তেমনি সুন্দরবনে পর্যটক কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেত বলে মনে করেন সাধারণ মানুষ। রেল দপ্তর সূত্রে জানা গেল, ক্যানিং থেকে বাসন্তী ঝড়খালি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের সার্ভের কাজ ইতিপূর্বে শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু জমি অধিগ্রহণ না হওয়ার ফলে এই বৃহৎ প্রকল্পের কাজ আটকে গিয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের দায়িত্ব দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে বলে রেল দপ্তর সূত্রে জানা গেল। তবে এদের তরফ থেকে এরকম কোনও নির্দেশিকা জেলা পরিষদে আসেনি বলে জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেল। ২০০৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাসন্তীর কুলতলিতে তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য লোকমান মোল্লার আয়োজনে সুন্দরবন কৃষ্টি মেলায় আগত তৎকালীন ভারতের লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে সুন্দরবনের রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য সুন্দরবনবাসীর পক্ষ থেকে আবেদন পত্র তুলে দেন লোকমান মোল্লা। ২০০৮ সালের ২ জানুয়ারি তকালীন ভারতের রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের কাছে এ বিষয়ে অবগত করেন সোমনাথ বাবু। তাঁর পরে ২০০৯ সালের ১৪ নভেম্বর তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনের মানুষের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১ম পর্যায়ে ক্যানিং থেকে ভাঙনখালি ও তারপরে ২য় পর্যায়ে বাসন্তীর ঝড়খালি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের শিলান্যাস করেন। তিনি এর জন্য পরবর্তী রেল বাজেটে অর্থ বরাদ্দও করেন। তারপরে মাতলা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ শুরুও হয়। এই কাজের জন্য প্রায় ১৫৬ কোটি টাকা অনুমোদন পায়। তবে মাতলা নদীর উপর শুধুমাত্র ২২টি পিলারের খুঁটি তৈরি ছাড়া গত ১২ বছরের আর কোনও কাজে অগ্রগতি হয়নি। যদিও ২০১৮ সালের ১৮ জুলাই রেল দপ্তরের

তরফ থেকে এ বিষয়ে চিঠি দিয়ে জানানো হয় মাতলা নদীর উপরে রেল সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বাসন্তীর প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ নস্কর বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুন্দরবনের ওপর একাধিক সেতু নির্মাণ করে সুন্দরবনের এক দিক থেকে আরেক দ্বীপে যাতায়াতের পথ সুগম করে দিয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের টানাপোড়েনে কোটি কোটি টাকা জলে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাসন্তীর বর্তমান বিধায়ক তথা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী শ্যামল মন্ডল বলেন, কেন্দ্রের গাফিলতিতেই বঞ্চিত হচ্ছে বাংলা, বঞ্চিত হচ্ছে সুন্দরবন। এই রেল সেতু প্রকল্পের জন্য মাত্র এক টাকা ধার্য করা হয়েছে যাতে করে এই প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায় সেই চেষ্টায় কেন্দ্র সরকার করছে। রাজ্যের উন্নয়ন তাঁরা চায় না। বাসন্তীর স্থানীয় মানুষজন জানালেন, ক্যানিং থেকে বাস বা অন্য গাড়িযোগে এখন সরাসরি পৌঁছানো যায় গদখালিতে। এই রেলপথ চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো ভালো হবে, সুগম হবে। আমরা অনেক আশায় বুক বেঁধে ছিলাম এই রেলপথ নিয়ে কিন্তু কবে যে এই রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শেষ হবে তা কে জানে। আমরা কি আদৌ এই রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখে যেতে পারব। সরকারের উচিত রেলপথ সম্প্রসারণ কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা। যাতে করে ভারতের মানচিত্রে সুন্দরবন আলাদা ভাবে জায়গা করে নিতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো ভালো হলে বহু পর্যটক সুন্দরবনে বেড়াতে আসতে পারবেন এবং সুন্দরবনের মানুষের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। এই রেলপথ নিয়ে সবচেয়ে বেশি যিনি কাজ করছেন তিনি হলেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য তথা সুন্দরবনের ভূমিপুত্র লোকমান মোল্লা। তিনি বলেন, এই রেলপথ নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে রেল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে আসছি। কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এ নিয়ে রেল দপ্তরে যোগাযোগ করেছিলাম। আবার আমি এ নিয়ে সামনের সপ্তাহে রেল মন্ত্রীর সাথে দেখা করবো। দ্রুত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবছর ১৭ ফেব্রুয়ারী একটি গণ কনভেনশনও করা হয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে। এই রেলপথ তৈরি হয়ে গেলে এবং রেল পরিষেবা চালু হয়ে গেলে সুন্দরবনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন হয়ে যাবে। দেশের মানচিত্রে সুন্দরবন আলাদা জায়গা পাবে। তাই সুন্দরবনবাসীদের পক্ষ থেকে আমরা চাই এখানে দ্রুত রেলপথ সম্প্রসারণ করা হোক। নাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব।

শিশু বান্ধব গ্রাম গড়ার অঙ্গীকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওরা কেউ সপ্তম, অষ্টম, নবম শ্রেণীর ছাত্রী। কেউ আবার দশম শ্রেণীর। বিগত দিনে নিজেদের ক্লাসের পাঠরতা অনেক বান্ধবীরা বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যদিও তাদের পরিবারের চাপে পড়ে ১৮ বছর বয়সের আগেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছিল। এমন ঘটনায় শিশু মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। এরপরই নিজেরাই উদ্যোগ গ্রহণ করে একত্রিত হয়। তাদের লক্ষ্য সমাজের বুক থেকে যেনতেন প্রকারে নাবালক-নাবালিক বিয়ে

বন্ধ করা, শিশু শ্রম বন্ধ করা, শিশু পাচার বন্ধ করা।

ইতিমধ্যে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের ভাস্বতী মৃধা,অনিরুদ্ধ মৃধা, মৌবনী মাইতি, চন্দনা সরদার, মন্মথনগর হাইস্কুলের পায়েল বিশ্বাস, লাবনী বর্মন'রা একত্রিত হয়ে সচেতনতার বার্তা দিয়ে শিশু বান্ধব গ্রাম গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে শুরু করেছে সচেতনতার অভিযান। গত ২০২০ সালের নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে তাদের এই প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

এছাড়াও ওই সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা দলবদ্ধ ভাবে গোসাবার বিডিওর সাথে দেখা করে আবেদন জানিয়েছে ২০২২-২০২৩ অর্থ বর্ষে তাদের এই কর্মসূচি যেন বাজেটে অন্তর্ভুক্তি করা হয়।'

অন্যদিকে গোসাবার বিডিও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে স্মারকলিপি পেয়ে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

সংঘর্ষে জখম মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুটি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক বছর ষাট বয়সের মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদির জনকল্যাণ মো। এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছে সাহিদা বিবি নামে এক ইঞ্জিনভ্যান যাত্রী।স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলা কে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিসার জন্য। সেখানে ওই মহিলার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হলে রাতেই তাঁকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিসকরা। স্থানীয় সূত্রে জানাগিয়েছে এদিন রাতে মোটর

চালিত ইঞ্জিন ভ্যানে করে তালদি থেকে গোবিন্দনগর বাতিতে ফিরছিলেন ওই মহিলা। সেই সময় একটি ব্যাটারি চালিত ভ্যান তালদির দিকে আসছিল। আচমকা মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে ওই মহিলা গুরুতর জখম হয়।

দৃষ্টিহীনদের পাশে প্রতিবন্ধী সেবা সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি: লকডাউনের ফলে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। তার ফলে ট্রেনে প্রতিদিন অসংখ্য প্রতিবন্ধীরা ভিক্ষাবৃত্তি করে রোজগার বন্ধ ছিল। এখন আবার অনেকের কাজই নেই। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন যোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। তাই সেই সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন হুগলি প্রতিবন্ধী সংস্থা। উল্লেখ্য, এক কথায় তারাও দৃষ্টিহীন মানুষ। রবিবার ২১ নভেম্বর দুপুরে আদি সপ্তগ্রামে ছোট খেজুরিয়া মাঠে ৫০ জন মানুষের হাতে চাল, ডাল, লবণ, আলু, সোয়াবিন সহ শুকনো রেশনের খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক স্বপন বিশ্বাস বলেন, এদিন বিভিন্ন জায়গার দুঃস্থ ভবঘুরেরা হাজির হন। নানা ধরনের মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন আর্থিকভাবে অসহায় দুর্বল অংশের মানুষের দিকে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মলয় বারিক, শিখা মিস্ত্রি, সদস্য কাঞ্চন দাস, পরাণ মণ্ডল, অজয় আগমবাগীশ, দীপা সরকার। এছাড়া স্থানীয় স্পোর্টিং ক্লাব সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন সেক্রেটারি বাদল দাস, সভাপতি রবীন রায়, ক্রীড়া সম্পাদক পঙ্কজ সরকার প্রমুখ।

দেহ ও অঙ্গদানে উৎসাহের অভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ ২৭ নভেম্বর, জাতীয় অঙ্গদান দিবস। দু-একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে দিনটি উদযাপিত হলেও 'মরণোত্তর দেহদান, চক্ষুদান বা অঙ্গদান অঙ্গীকার' বিষয়টি নিয়ে এখনও সাধারণ মানুষ সচেতন নয়। সরকারও এই বিষয়টি নিয়ে উদাসীন। আর এখানেই ব্যতিক্রমী উত্তর চব্বিশ পরগণার হৃদয়পুরের সঞ্জয় দাস। মৃত্যুর পরেও শরীরটা কাজ করুক, এই ভাবনাকে পাথেয় করে বারাসতের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২০১৮ সালে সর্বপ্রথম 'মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান অঙ্গীকার' শিবির-এর সূচনা করেন। তিন বছর ধরে তিনি এই কাজ করে চলেছেন, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে এবং অন্ধজনের চোখে আলো দিতে। 'মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ সমাজের কাজে

লাগুক।' এটাই হল সমাজের প্রতি সঞ্জয়বাবুর বার্তা। তার কথায়, 'প্রতিবছর দেশে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটে অর্গান বা অঙ্গের অভাবে। মানুষ যদি সংস্কারমুক্ত হয়ে এগিয়ে না আসে তবে অর্গান-এর চাহিদা ও যোগানের ব্যবধান কমবে না। তবে ধীরে ধীরে হলেও সম্প্রতি মানুষ এগিয়ে আসছে, এটাই আশার আলো।

গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যু, আহত তৃণমূলের যুব নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর রবিবার ভোরে মারা গেলেন ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের যুব তৃণমূল নেতা মহরম শেখ (৩২)। ঘটনার পর ইতিমধ্যেই ৯ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছে পুলিশ। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত রফিক শেখ পলাতক। তার খোঁজে চালানো হচ্ছে তল্লাশি।

শনিবার সন্ধ্যায় সাতমুখী বাজারের দলীয় কার্যালয় থেকে মিটিং সেরে বাড়িতে ফিরে বাড়ির সামনেই বাঁশের মাচার উপর বসেছিলেন। সেই সময় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী একটি অটো নিয়ে আসে। অটো থেকে নেমেই যুব নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় । তিনটে গুলি লাগে ওই যুবনেতার বুকে ও তলপেটে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা যুব নেতা কে উদ্ধার করে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরে তাকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে পাঠানো হয়। রবিবার ভোরে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন যুবনেতা। চিকিৎসকরা জানান অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে ঘটেছে মৃত্যু। এই ঘটনার পর এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয় শনিবার ঘটনার পর থেকেই।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের পরপরই তৃণমূলের এই যুব নেতার কে আক্রমণ করে দুষ্কৃতীরা। মোটর সাইকেলে থাকাকালীন অবস্থা তার উপরে গুলি চালানো হয়। সেই গুলি তার পায়ে লাগে। এবং সেবারের মত বেঁচে যান তিনি। শনিবারের ঘটনার পর তাকে আর বাঁচাতে পারলেন না চিকিৎসকরা। এদিনের ঘটনার পর স্থানীয় ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লাও হাসপাতলে ছুটে আসেন । আহত তৃণমূল কর্মী কে দেখতে। ব্যবস্থা করে সমস্ত রকমের চিকিৎসার।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই যুব তৃণমূল ও মাদার তৃণমূল সংগঠনের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবারের ঘটনার পর বেশকিছু যুব তৃণমূল কর্মীরা মাদার তৃণমূল সংগঠনের ব্লক সভাপতি শৈবাল লাহিড়ীর খোঁজে দলীয় কার্যালয়ের যায়। কিন্তু শৈবাল লাহিড়ীকে না পাওয়ায় তারা কিছুক্ষণের জন্য পার্টি অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত রফিক শেখ মাদার তৃণমূল সংগঠনের কর্মী। এই বিরুদ্ধেও একাধিক অসামাজিক কাজের অভিযোগ ছিল এই রফিকের বিরুদ্ধে। দলে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এ বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, ঘটনায় যারা জড়িত থাকবে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। এলাকার ভালো সংগঠক হিসেবে পরিচিত ছিল মহরম। আর তাই তাকেই খুন করার পরিকল্পনা করল দুষ্কৃতীরা।

নিহতের পরিবারের দাবি, প্রথমবার যখন তাকে খুন করার পরিকল্পনা করে গুলি করা হয়েছিল তারপর বিষয়টি নিয়ে থানাকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে কোনওভাবেই বিষয়টিতে কর্ণপাত করেনি। থানা থেকে যদি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো পুলিশ তাহলে আজকে আর এই ঘটনা ঘটত না।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনার পর ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। এলাকার একটি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শুরু হয়েছে তল্লাশি। যে অটোতে করে দুষ্কৃতীরা এসেছিল সেই অটোর খোঁজ চালানো হচ্ছে। সিসিটিভির ফুটেজ দেখা যাচ্ছে তিন দুষ্কৃতীকে অটো থেকে নেমে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

এই বিষয়ে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু, দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

যাত্রী প্রতীক্ষালয় বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া ব্লক বাসন্তী। এলাকার মানুষজন যাতে করে চিকিৎসা পরিষেবা পায় তার জন্য বাসন্তী ব্লকে গড়ে উঠেছিল ৩০ শয্যা বিশিষ্ট বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতাল। শুরু হয়েছিল এলাকার প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা। হাসপাতালের শুরু থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থা আরম্ভ হলেও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা রোগীর পরিবার পরিজনদের জন্য ছিল না কোনও প্রতিক্ষালয়। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মাথা নিয়ে খোলা আকাশের নীচে কখনও বা হাসপাতালের বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে অসহায় ভাবে থাকতে হতো। গ্রামীণ হাসপাতাল আসা রোগীর পরিবার পরিজনদের দুর্দশার কথা ভেবে নড়েচড়ে বসেন প্রশাসনিক আধিকারিক সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

উদ্যোগ নেওয়া হয় প্রতিক্ষালয় তৈরির। অবশেষে সরকারি উদ্যোগে সোমবার বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের কাজ শুরু হয়। এই যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের জেলাপরিষদ তহবিল থেকে দু লক্ষ সাতানব্বই হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ আধিকারিক ডাঃ সৈকত বেরা, জেলা পরিষদ সদস্যা শঙ্করী মন্ডল, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ নস্কর, কৃষি কর্মাধ্যক্ষা হীরা সরকার,সদস্য তাপস কুমার মন্ডল, রফিকুল বাবু, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীদাম মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

জেলাপরিষদ সদস্যা শঙ্করী মন্ডল জানিয়েছেন, হাসপাতালে যাত্রী প্রতিক্ষালয় না থাকার কারণে রোগীর পরিবার পরিজনদেরকে চরম সংকটে পড়তে হচ্ছিল। প্রতীক্ষালয় তৈরি হয়ে গেলে তাঁরা উপকৃত হবেন'।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ২৭ নভেম্বর – ৩ ডিসেম্বর, ২০২১

শিক্ষা ছেড়ে ভোটে

পুর ভোটের বাজনা বেজে গেছে। পুর প্রতিনিধিহীন নানা ওয়ার্ডে চলছে অনেকটাই দায় সারা পরিষেবা। কলকাতা ও হাওড়া পুর নির্বাচন নিয়ে টানাপোড়েন চললেও এ বছরেই কলকাতা শহর নতুন মেয়র পাবে বলে আশা করা যায়। ভোটের উত্তাপ যত বাড়ছে রাজনৈতিক হানাহানি এবং দোষারোপের পালাও অব্যাহত। এরই পাশে যুক্ত হয়েছে প্রতিবেশি রাজ্য ত্রিপুরায় রাজনৈতিক হিংসা প্রতিহিংসার নানা ঘটনা। সে প্রভাব এ রাজ্যেও দ্রুত চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এত কিছুর মধ্যেও যে বিষয়টি রাজ্যের বহু মানুষকে ভাবাচ্ছে তা হল মহামারির এই আবহেই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অফলাইনের ক্লাস। বহুদিন পর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস শুরু হওয়ায় সামাজিক ভাবেই শিক্ষক সমাজ অনেক বেশি ব্যস্ত। অনলাইনের ক্লাস চললেও তাদেরকে মিড ডে মিল থেকে শুরু করে নানা প্রশাসনিক কাজকর্মে সক্রিয় থাকতে হয়েছে। এখনও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শুরু করা সম্ভব হয়নি। এই আবহে ভোটের সমাবেশ কতটা সমাজের স্বার্থে অনুকূল তা ভাবার অবকাশ আছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ট্রান্সফার এবং উৎসশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ায় বহু বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকের ঘাটতি অপরিসীম। গত এপ্রিল–মে জুড়ে ভোটের কাজে শিক্ষক সমাজ জড়িত ছিল। সে সময়ে পঠন–পাঠন প্রায় হয়নি বললেই চলে। আবারও বিদ্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক সমাজের ওপর ভোটের নানা ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব পরেছে। আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুর নির্বাচনে তারাই হবেন ভোট পরিচালনার প্রথম শ্রেণির সৈনিক। রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুকূল নয়, তবুও নিরীহ এই শ্রেণির ওপর রাজনৈতিক দলগুলির জোরজুলুমের পাশাপাশি প্রশাসনিক চাপও প্রচুর। আগে শিক্ষক সমাজকে বাইরে রেখেই বহু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ভাবনা গৌণ হয়ে গেছে রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশনগুলির কাছে। শিক্ষকদের মতোই অভিভাবকরা অসহায়। এই সুযোগেই শাসক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি লাগামছাড়া সন্ত্রাসের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। লোকসভা এবং বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে যে বুথগুলি অনেকটাই নিরাপদ থাকে বিশেষ করে ভোটকর্মীদের ক্ষেত্রে।

কলকাতার স্পর্শকাতর বহু ওয়ার্ডেই দেখা গেছে লাঠি ধারী পুলিশ পুরোপুরি অসহায় রাজনৈতিক কর্মীদের রক্তচক্ষুর কাছে। গত পুর নির্বাচনে পার্কসার্কাস অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বুথে রাজনৈতিক গুণ্ডামির খবর থাকলেও প্রশাসনিক নিরাপত্তা যথোপযুক্ত ছিল না। বুথের ভোটকর্মীরা নানাভাবে হেনস্থার শিকার হয়েছেন এমন তথ্য থাকলেও তারা প্রিসাইডিং ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করার সাহস পাননি সঙ্গত কারণে। কমপক্ষে তিনবার ভোট কর্মীদের ট্রেনিং শুধু আর্থিক অপচয়ই নয় শিক্ষা জগতের ওপরও প্রত্যক্ষভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে এই মহামারীর আবহে। রাজনৈতিক দলগুলির ও নির্বাচন কমিশনের নতুন করে ভাবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এই রাজসূয় যজ্ঞের মাধ্যমে ভোট পরিচালনা কতটা বাস্তব সম্মত। অনলাইনে টাকাপয়সার আদানপ্রদান থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুতেই অনলাইনের রমরমা। ব্যতিক্রম শুধু নির্বাচন যজ্ঞে। সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে এই বিপুল ব্যয় কমানোর জন্য দুয়ারে দুয়ারে ইভিএম পরিকল্পনা চালু করা কি সম্ভব নয়। যদিও এবারের বিধানসভা ভোটে বয়স্ক মানুষদের জন্য দুয়ারেই ভোট কর্মীরা চলে গিয়েছিলেন। শিক্ষক সমাজকে বারংবার ভোট যুদ্ধে বোড়ে বানিয়ে আখেরে লাভ তুলছে রাজনৈতিক দলগুলি। প্রচ্ছন্ন ও নীরব সমর্থন রয়েছে শাসক ও বিরোধী দুপক্ষেরই। মহামারির আবহে শিক্ষাব্যবস্থার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের পথে আরও একটি বাধা বিশাল সংখ্যক শিক্ষককূলকে সক্রিয় ভাবে নির্বাচনের ময়দানে নামানো।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

হচ্ছে, কিন্তু ইন্দ্রিয় বিষয়বস্তুর প্রতি সেবানুষ্ঠান বিভ্রান্তিকর ও মর্যাদাহানিকর।

সুতরাং যথার্থ উপায়েই আমাদের অনুগামীদের আমরা অবশ্যই রক্ষা করব। সত্য প্রিয় কি অপ্রিয় সেটি বড় কথা নয়, সত্য সর্বদাই বিরাজমান। আমরা যদি এই জন্ম–মৃত্যুর পুনরাবর্তন থেকে উদ্ধার পেতে চাই, তা হলে আমাদের অবশ্যই ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ করতে হবে। আপসে মীমাংসা হতে পারে না, কেন না এটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

মন্ত্র পনের

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।১৫।।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে সর্বজীব পালক, আপনার উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা আপনার প্রকৃত মুখারবিন্দ আচ্ছাদিত। কৃপা করে সেই আচ্ছাদন দূর করুন এবং আপনার শুদ্ধ ভক্তের নিকট নিজেকে প্রদর্শন করুন।

ফেসবুক বার্তা

ভারতের সব থেকে বড় ট্রেনের নাম হলো "sheshnaag" এই ট্রেনটি ২.৮ km লম্বা

বাংলার সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পন্ন হল বোধহয় আমাদের অজান্তেই

নির্মল গোস্বামী

একটা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তার সংস্কৃতি ও রাজনীতি। যদিও আমরা জানি যে রাজনীতির ভিত্তি ভূমি হল অর্থনীতি। এই নিবন্ধে আমি অর্থনীতিকে সরিয়ে রেখেই আলোচনা করব। কারণ যদিও অর্থনীতি–সংস্কৃতি ও রাজনীতি একে অপরের পরিপূরক হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে, তবুও ইতিহাসের গতিপথে আমরা দেখতে পাই যে একই অর্থনীতি পরিসরে সাংস্কৃতিক ও রাজনীতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তাই সংস্কৃতি ও রাজনীতি কেমনভাবে হাত ধরাধরি করে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে তার একটু আভাস দেবার চেষ্টা করব।

এই বিষয়ে ঢোকার আগে আমরা আধুনিক চিনের ইতিহাসের এক বিশেষ ঘটনার কথা স্মরণ করব। খুব সম্ভব ১৯৬২–৬৪ সালের ঘটনা। চিন বিপ্লব সফল হয়েছে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে। সর্বহারা কমিনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু জনমানসে সর্বহারা সংস্কৃতিকে যদি বপন করা না যায়, তাহলে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বেশিদিন টিকবে না– এই ভেবে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি সাংস্কৃতি বিপ্লবের ডাক দিল। এবং দেখা গেল যে চিনের কমিউনিস্ট পার্টিকে ইতিমধ্যেই চার প্রতি বিপ্লবীর জন্ম হয়েছে। মাও সে তুংয়ের অভিনেত্রী স্ত্রী সহ নিউসাউটি, লিন পিয়ার ইত্যাদি বড় বড় তাত্ত্বিক নেতাদের পদস্খলন ঘটল। এই সময় মাওসেতুং আত্মগোপন করেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লব শেষ হলে একদিন দেখা গেল মাওসেতুং হোয়াংহো নদীতে সাঁতার কাটছেন। চিনে এই সংস্কৃতি বিপ্লব কি ভাবে হয়েছিল সেটা আলাদা বিষয়। এই ঘটনা দিয়ে আমি বোঝাতে চাইছি যে সাংস্কৃতি ও রাজনীতির সম্পর্কটা কত অঙ্গাঙ্গী।

বাংলার সংস্কৃতি যে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই কারণ ভারতবর্ষের রেঁনেসা আন্দোলনের উৎস ভূমি ছিল এই বাংলা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীদের চিন্তা সমৃদ্ধ বাংলা সংস্কৃতি যে চড়া সুরে বাঁধা হবে এবং তার ভিত্তিতে এখানকার রাজনীতিও সে মানবিক স্বার্থশূন্যতা ও জনহিতকর আবেদনে ভরপুর থাকবে সে আর বড় কথা কী। স্বাধীনতা আন্দোলনে মত ও পথের পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিক অবনমন ঘটেনি। দেশের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দান– এই ছিল রাজনীতির উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির নমুনা। বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত থেকে জীবনের অর্থ নিরুপণ করে আত্ম বলিদানের প্রেরণা পেত।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই বাংলার রাজনীতিতে একটা অস্থিরতার লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকল। একদিকে দেশভাগের দগদগে ঘা অপর দিকে অশিক্ষা অনাহার, বে–রোজগারী ইত্যাদির চাপে দিশাহারা অবস্থা। স্বাধীনতা এলো কিন্তু স্বর্গসুখ তো এলোনা! এতো দিন পর্যন্ত স্বাধীনতাকে সর্বরোগহরা ঔষধি ভাবতে শিখিয়ে এসেছে দেশের নেতারা। অপর দিকে যারা দেশ শাসনের ভার পেল তারা ভাবল তাদের সংগ্রাম শেষ। এবার ভোগ করার পালা। ধীরে ধীরে রাজনীতিতে নিখরচার বাসা বাঁধতে থাকল। বাংলায় বামপন্থীরা গুরুত্ব পেতে থাকল। তারা গণ আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শ্রমিক, কৃষক, মজদুর, মেহনতী মানুষদের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য পেতে থাকল। তখন তারা ধীরে ধীরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে একটা ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রচলন করতে চাইল। পূর্ব থেকে প্রচলিত সংস্কৃতিকে বদলে বুর্জোয়া সংস্কৃতি আর বামপন্থীদের প্রচলিত সংস্কৃতিকে বলল সর্বহারা সংস্কৃতি। এই সর্বহারা সংস্কৃতি চর্চার পথেই এগিয়ে যাবে গণ আন্দোলন এবং অবশেষে একদিন ঘটবে শোষণ মুক্তি। সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নতুন গান গণসঙ্গীত নামে পরিচিত হল। গণ–নাট্য নামে নতুন নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকল যার বিষয় বস্তু হল শোষণ অত্যাচারের কাহিনী।

মে দিবস, নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী, লেলিন, কার্ল মাকস এর জন্মদিন পালন আন্দোলনে মৃত কর্মীদের নামে শহিদ দিবস পালন হতে থাকল। বাংলার প্রচলিত

বারোমাসের তের পার্বণে বামেদের অনীহা ছিল। যেহেতু বামেদের সমর্থক ছিল নগণ্য তাই সমাজ সংস্কৃতিতে তার ছাপ তেমন ভাবে পড়ল না। ন্যায়, নীতি, সততা সামাজিক অপরাধ বোধের ধারণার কোনও পরিবর্তন হল না সমাজ মননে।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হল। গণতন্ত্রে যাতে পাকাপাকিভাবে ক্ষমতা ভোগ করা যায় তার সুচিন্তিত বন্দোবস্ত করার তাগিদে তারা গ্রামগঞ্জে রাজনীতিকে ছড়িয়ে দিল। এর আগে পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট হতো দল ছাড়া। গ্রামের মানুষ যেমন ইচ্ছা প্রতীকে গ্রাম সভায় দাঁড়াত। সেখানে পিছনে দলের মদত থাকলেও সরাসরি রাজনীতি ছিল না। প্রয়াত সুব্রত মুখার্জী ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা করেছিলেন গান্ধীজির গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসনের চিন্তাকে মাথায় রেখে। কিন্তু ক্ষমতায় এলো বামফ্রন্ট। তারা সুব্রতবাবুর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করল। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে সরাসরি রাজনীতির আমদানি করল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সরাসরি দলীয় প্রতীকে লড়ার অনুমোদন করল। গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসনের নামে পার্টির নামে রাজনীতির স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। গ্রামেগঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় একটা নতুন বিভেদ রেখার সৃষ্টি হল। আগে ছিল বড়লোক, গরীব লোক, মালিক–শ্রমিক, কৃষক–মজদুর, হিন্দু–মুসলমান। এখন এই সব বিভেদের বড় বিভেদ হল শাসক আর বিরোধী। জন–গণ–তান্ত্রিক বিপ্লব যখন হলই না তখন ক্ষমতায় থাকতে গেলে ভোট চাই। আর স্থায়ী ভোট ব্যাঙ্কের লক্ষ্যে দল ও সরকার পরিচালিত হতে লাগল। শাসকের কণ্ঠে উদঘোষিত হল আমরা ওরা। এর ফলে আগে যে গ্রামীণ সমাজ ছিল তার নিজস্ব একটা সংস্কৃতি বোধ ছিল তা ক্রমশ বিলীন হল। তার স্থান দখল করল পার্টি কালচার। গ্রামের ছিল আবাদ করে/ বিবাদ করে/সুবাদ করে তারা/আবাদ–সুবাদ ভুলে মানুষে মানুষে বিবাদটা বড় হয়ে দেখা দিল। আগে অন্যায় করলে সমাজে ধিকৃত হতো মানুষ। এখন গ্রামের ভালমন্দ বিচার করে পার্টি। দলের লোক হলে সাত খুন মাফ। আর বিরোধী হলে শাস্তির বিধান দেবে লোকাল কমিটি। ৩৫ বছরের শেষের ১০ বছর দমবন্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। পরিশেষে মানুষ পরিবর্তন চাইল। কিন্তু এবারের ধোঁকা খেল জনগণ। গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার নামে তারা দলতন্ত্রের উলঙ্গ রূপ দেখাতে থাকল। গণতন্ত্রের যতটুকু বসনভূষণ ছিল সব একে একে খসে পড়তে লাগল। বাম আমলে নেতাদের দুর্নীতি ধরা পড়লে নেতারা শাস্তি পেত। জনগণও তাদের বয়কট করত। তাই নেতাদের কার্যকলাপ প্রকাশ্যে আসত না। কিন্তু পরিবর্তনের রাস্তায় চক্ষু লজ্জাটুকুও উঠে গেল। প্রকাশ্যে ঘুষ নিয়েও বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লাগল। এবং আশ্চর্যের বিষয় হল জনগণ তা মেনে নিল। যেন এইটুকু দুর্নীতি করার অধিকার নেতা মন্ত্রীদের আছে। যুব সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি দুর্নীতির দায়ে দেশছাড়া (আগে সরকারী নীল বাতি গাড়ি নিয়ে ঘুরত) সকলেই চুপ। যেন কিছুই হয়নি। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে স্থানীয় নেতাদের কাটমানি দিয়ে দিতে হয় এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। হাজার হাজার কোটি টাকা লুট হল যাদের মদতে তারাই নেতা। তারা এ দল থেকে সে দল ঘুরতে লাগল তদন্তের ভয়ে। ওদের দলে দুর্নীতি করেছিল এদের দলে এলেই যেন মুক্ত হয়ে গেল। এ সবই ঘটছে জনগণের নিম্ন রুচির জন্য। যদি জনগণ এই সব নেতাদের বয়কট করত সামাজিক ভাবে তাহলে তারা ভয় পেত। যে একদিন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছিল ৫ বছর জেল খেটে সেই এখন দলের মুখপত্র হয়ে বেশি সরব। ভোট জালিয়াতি হতো গোপনে কৌশলে। এখন এলো প্রকাশ্যে বিরোধীদের দাঁড়াতেই দেব না। দেশের আইন কানুন পুলিশ প্রশাসন সবই আছে তবুও বিচার নেই। শাসক দল যদি চায় তবেই বিচার। বিরোধীদের ভোট দিলেই ভোটের পর খুন, ঘর জ্বালানো, এলাকাছাড়া করা কেমন গা সওয়া হয়ে গেছে। নাগরিক সমাজ তা মেনে নিয়েছে। মানেনি শুধু আদালত। এই যে নাগরিক সমাজকে শাসক দল মানতে পেরেছে এইটাই ক্ষমতায় টিকে থাকার মূল কথা। আগে সমাজ চলত তার নিজস্ব অলিখিত নিয়ম কানুনে। এখন চলছে পার্টির শাসনে। যেখানে বলার কেউ নেই সেখানেই শান্তি বিরাজ করে। নাম, নীতি মনুষ্যের সততা এ সব শুধু আভিধানিক শব্দ মাত্র। নেতা থেকে সাধারণ মানুষ কারো জীবনে আর বোধ হয় এই শব্দবন্ধ–এর কার্যকারিতা নেই।

আগে আমাদের ছবিতে থাকত রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, নেতাজি, বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম, জওহরলাল, রাধাকৃষ্ণ মেনন, লালবাহাদুর সহ আরও অনেকে। এখন এই সব মুখ ঢাকা পড়ে যায় উঠতি নেতাদের ছবিতে। নজরুলের জন্মদিনে নজরুলের ছবি ঢাকা পড়ে যায় নেতাদের কাট আউটে। যে কোনও অনুষ্ঠানে এখন বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে কেউ আর একা থাকে না সঙ্গে দোসর নিয়ে তাঁরা বিরাজ করেন। বাংলায় এটা নতুন সংস্কৃতি। বেঁচে থাকো সরকারি দান আর অনুদানের উপর নির্ভর করে। ক্লাব করো চালাতে টাকা দেবে সরকার। পুজো করো তাতেও টাকা দেবে সরকার। অভিনেতা হও তাহলেই সব কিছু পাওয়া হবে সরকারি দলের গুনগান গাইতে গাইতে। নচিকেতা গানে লিখেছিলেন সকালের সোনা রোদ চুরি করে প্রতিদিন চুরি যায় মূল্যবোধের কণা। রাজনৈতিক দলগুলো সমাজের পুরনো মূল্যবোধের বদলে নতুন মূল্যবোধ তৈরি করছে তাদের শাসনকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে। রাষ্ট্র কাঠামো পাল্টানোর বিপ্লব না হলেও বামফ্রন্টের হাত ঘুরে বর্তমান শাসক দ্বারা বাংলায় একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব বোধ হয় সম্পন্ন হয়েছে।

পথে নষ্ট হবে না কৃষিজ পণ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২২–সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ক্ষেত্রের সংস্কার শুরু করেছে, এটি পরিকাঠামো থেকে পরিবহণ পর্যন্ত সকল বিষয়ের উপরে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন কৃষকদের ক্ষেত থেকে বাজার পর্যন্ত পণ্য পরিবহনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু কিষাণ রেল চালু হওয়ার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হয়েছে, তারপরে গত বছরের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি উদ্যান যোজনা শুরু করেছিল। এটি ছিল বিমানের মাধ্যমে সঠিক সময়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা। এখন এটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে কৃষি উদ্যান যোজনা ২.০শুরু হয়েছে। কৃষি উদ্যান প্রকল্পে, যেখানে মোট শুল্কের মধ্যে কৃষি পণ্যের ভাগ ৫০ শতাংশের বেশি, সেখানে এয়ার কার্গো অপারেটরদের জন্যনির্বাচিত ভারতীয় বিমানবন্দরগুলিতে পার্কিং চার্জ এবং 'টার্মিনাল নেভিগেশন ল্যান্ডিং' চার্জ ইত্যাদি থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এখন কৃষি উদ্যান ২.০–এ, কৃষি পণ্যের অংশ মোট ওজনের ৫০ শতাংশের কম হলেও নির্বাচিত বিমানবন্দরগুলিতে বিমানবন্দরের ভাড়া সম্পূর্ণ মকুব করা হবে। এতে পরিবহন খরচ আরও কমবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার মতে, কৃষি উদ্যান ২.০–এ সারা দেশ জুড়ে ৫৩টি বিমানবন্দর থাকবে, যেখানে উত্তর–পূর্ব এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের অধীনে আটটি অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক রুটও চালু করা হবে। এতে বেবি কর্ন পরিবহনের জন্য অমৃতসর–দুবাই থেকে ফ্লাইট চালু করা হবে। এছাড়াও, সিকিম থেকে লিচু, দ্বারভাঙা জৈব খাদ্য পণ্য পরিবহনের জন্য সারা দেশে ফ্লাইট চালু করা হবে। চেন্নাই, বিশাখাপত্তনম এবং কলকাতা থেকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সামুদ্রিক খাবার পাঠানোর জন্য ফ্লাইট শুরু হবে। ডাল, ফল এবং সবজি পরিবহনের জন্য গুয়াহাটি থেকে হংকং পর্যন্ত ব্যবসায়িক ফ্লাইটও চালু করা হবে।

সঠিক কৃষ্ণ জন্মভূমিতে হবে স্নানাভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২উত্তরপ্রদেশ যেন ঘটনার ঘনঘটায় ভর্তি। ইতিহাসের সঙ্গে ইতিহাসের লড়াইতে বারবার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই উত্তরপ্রদেশ। রাম মন্দিরের স্থাপন বহু বছর আদালতের টানাটানির পরে স্থাপন হতে চলেছে। রাম মন্দিরের সাথে বাবরি মসজিদের যে দ্বৈরথ ছিল সেই দ্বৈরথ হানাহানি মারামারি কাটাকাটির হিংসায় জর্জরিত হয়ে পড়ে এখন তা ইতিহাসের পাতায়। হিন্দু মহাসভার আখড়া মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে রাম মন্দির স্থাপনের দাবি তুলে এসেছে এরপর কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সময়কালে রাম মন্দির স্থাপনের জন্য আদালতের রায়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতেই তার ভিত্তি স্থাপন হয়। আর কিছু দিনের মধ্যেই সকলে রাম মন্দিরে প্রবেশ করে রামের পূজার্চনা করবেন। এর মধ্যে আবার ইতিহাসের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে। হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভানেত্রী রাজ্যশ্রী চৌধুরী দাবি করেছেন যেই স্থানে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন সেই স্থানে বর্তমানে রয়েছে ইদগা। তিনি জানান বাবরের সময়কালের সেই জায়গায় তৈরি হয় ইদগা। তাই সেই ইতিহাসকেও পুনপ্রতিষ্ঠা করবার জন্যই সেই

স্থানে ৬ ডিসেম্বর কৃষ্ণগোপালের মূর্তি স্নানাভিষেক করা হবে। সেই অনুষ্ঠানের পূর্ণ ব্যবস্থাপনা চলছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিভিন্ন রাজ্যের নদী অথবা পবিত্র মন্দিরের জল সংগ্রহ করে সেই জল মথুরায় নিয়ে গিয়ে স্নানাভিষেকের কথা বলেছেন সভানেত্রী। সেই ভাবেই সকলে কাজ করে চলেছে। কলসীতে জল ভরে ইতিমধ্যেই অনেকে মথুরার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। সভানেত্রী পশ্চিমবঙ্গের সকলের কাছে আবেদন করেছেন, যে কোনও নদীর জল বা গুরুদুয়ারা, জৈন মন্দির, বুদ্ধ মন্দির থেকে জল সংগ্রহ করে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে মথুরায় উপস্থিত হওয়ার জন্য। উল্লেখ্য কৃষ্ণ জন্মভূমি বলে যেটি পর্যটকদের দেখানো হয় সেটি মোটেই আসল নয়। কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কংসের কারাগারে। সেই কারাগারের বিস্তীর্ণ এলাকার একটি জায়গাকে নির্দিষ্ট করে সকলকে দেখানো হলেও আসলে যে কারাঘরের মধ্যে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটি এখন ইঁদারায় পরিণত বলে দাবি করে রাজাশ্রী চৌধুরী। তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন রাম জন্মভূমির মতো আমরা কৃষ্ণ জন্মভূমিকেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব।

শ্রম পোর্টালে ৫০%মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য শুরু হওয়া ই–শ্রম পোর্টালে মাত্র ২ মাসে চার কোটিরও বেশি ব্যক্তি নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে প্রায় ৫০.০২% সুবিধাভোগী নারী এবং ৪৯.৯৮% পুরুষ। তথ্য অনুসারে, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যগুলি সর্বাধিক সংখ্যক নিবন্ধন–সহ এই উদ্যোগের শীর্ষে রয়েছে। অনুমান অনুযায়ী, ভারতে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ৩৮কোটিরও বেশি। সঠিক তথ্যের অভাবেএই মানুষেরা এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমবার ২৬আগস্ট ই–শ্রম পোর্টাল চালু করেছিল। অনলাইন নিবন্ধনের জন্য, কর্মীরা ই–শ্রমের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন। ই–শ্রম পোর্টালে নিবন্ধিত কোনও কর্মী যদি দুর্ঘটনার শিকার হন, তবে তিনি মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষমতার জন্য দুলক্ষ টাকা এবং আংশিক অক্ষমতার জন্য একলক্ষ টাকা পেতে পারেন।

ইউপিএসসির হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি), অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল যারা তাঁদের সরকারি চাকরির স্বপ্নপূরণের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা চালু করা হয়েছে। এই পড়ুয়াদের সাহায্য করার জন্য ইউপিএসসি একটি টোল–ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। টোল–ফ্রি নম্বরটি হল ১৮০০১১৮৭১১, যার সাহায্যে প্রার্থীরা আবেদন প্রক্রিয়ায় যেকোনো সাহায্য পেতে পারেন। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বিভাগ এবং দিব্যাঙ্গ পড়ুয়া, যারা ইউপিএসসিপরীক্ষার জন্য আবেদন করতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁরা এই হেল্পলাইন থেকে সাহায্য নিতে পারেন। দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে পালিত অমৃত মহোৎসবের অধীনে এটি চালু করা হয়েছে।

নেহেরু যুব কেন্দ্র সংস্থান দক্ষিণ কলকাতার ২৬ নভেম্বর ভিনিতা ফাউন্ডেশন এবং অমিত রায় ডিফেন্স আকাদেমির সঙ্গে যৌথভাবে ৮০ জন যুব–যুবতীদের নিয়ে সংবিধান দিবস পালন করে। ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে সংবিধান তৈরি হয়েছিল এবং কার্যকারী হয়েছিল ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে। তাই ২০১৫ সাল থেকে এই দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসাবে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। তাছাড়া এই দিনটিকে আইন দিবসও বলা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিল ক্যুইজ, কর্মশালা এবং আলোচনা সভা। সব শেষে সকলে সংবিধান পাঠ করে শপথ গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন এনওয়াইকেএস–এর দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতকালে দুঃস্থ মানুষজনেরা যাতে কষ্ট না পায় তারজন্য সোমবার দুপুরে বড়ঘাটা আদিবাসীপাড়া কলোনি পাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুঃস্থ মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলো চন্দ্রপুর থানা । প্রায় দুশো জনের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় বলে থানাসূত্রে জানা গিয়েছে। ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) মোহতাসিম আখতার, চন্দ্রপুর থানার ওসি কৌস্তুভী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় সহ পুলিশকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন । শীতবস্ত্র পেয়ে স্বভাবতই খুশি মানুষজনেরা।

ছেলের হাতে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাতের সোনার ব্রেসলেট চুরিকে কেন্দ্রকে করে দুইভাইয়ের বিবাদ থামাতে গিয়ে ১৯ নভেম্বর রাত্রে হাজীপুরে নেশাগ্রস্থ ছোটো ছেলে সাহাবুদ্দিনের হাতে ছুরিকাহত হয়ে মারা গেলো বাবা সাবির আলি। সাবির পেশায় বিশ্বভারতীর নিরাপত্তাকর্মী। পলাতক সাহাবুদ্দিন।

পদুমা গাঁড়া গ্রাম রণক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : একশোদিন কাজ প্রকল্পে ভুয়ো মাস্টার রোল তৈরি করে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দুবরাজপুর ব্লকে ১০১০১৯৯৭ টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। দুবরাজপুর ব্লকের পদুমা পঞ্চায়েতে ৫০১৬৫৮৮ টাকা, চিনপাই পঞ্চায়েতে তেরোলক্ষ বাহান্নহাজার আটশত পঁচিশ টাকা, যশপুর পঞ্চায়েতে ১২৯৩৫০ টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। সোশ্যাল অডিট তদন্ত করতে মঙ্গলবার পদুমা পঞ্চায়েতের গাঁড়া গ্রামে গেলে তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি তরুন গড়াই ও অঞ্চল সভাপতি মুকুল মন্ডলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রণক্ষেত্র হয়ে উঠে এলাকা। মুড়িমুড়কির মতো পড়ে বোমা জখম হয় ছয়জন। কোনোরকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে অডিট টিম। একটি দেশি মাস্কেট,একটি দেশি কার্বাইন, ছটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

রুখল নাবালিকার বিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে চিনপাই পঞ্চায়েতের বাঁধেরশোল গ্রামে রবিবার দুপুরে পনেরো বছর বয়সী এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করলো চাইল্ড লাইন ও সদাইপুর থানা যৌথ উদ্যোগে। গত ২৭ অক্টোবর সিজা গ্রামে দশম শ্রেণির এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করেছিলো চাইল্ড লাইন ও সদাইপুর থানা।

গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপি কর্মী মিঠুন বাগদী খুনে সোমবার রাত্রে তিনজনকে গ্রেপ্তার করলো সিবিআই । ধৃতরা হলো প্রমিলা বাগদী, চন্দন গড়াই,বাহাদুর বাগদী । ১৪ নভেম্বর রাত্রে অশোক বাগদীকে গ্রেপ্তার করেছিলো সিবিআই । গত ১২ জুন নবসন গ্রামে বিজেপি কর্মী মিঠুন বাগদীকে থেতলে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল।

আত্মঘাতী বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল ময়নাগুড়ি ব্যাংক কান্দি গ্রামের অন্নবালা দেবনাথ (৬০ বছর)। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। মৃতের ছেলে কার্তিক দেবনাথ বলেন, আজকে আনুমানিক সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটা নাগাদ মাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে, বাড়ির থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলে , বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে জামা কাপড় মেলার একটি বাঁশে গামছা লাগিয়ে আত্মহত্যা করে বলে জানান। যদিও তার মা দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ ছিলেন। এই ঘটনা জানার পর ময়নাগুড়ি থানায় খবর দিলে দেহটি ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহটি , ময়না তদন্তের জন্য, জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর

রাসে ভিড় মায়াপুরে

মলয় সুর, মায়াপুর : করোনায় এবছর জৌলুস তেমন নেই। নেই ভাঙা রাসের শোভা যাত্রা। সেই পুরনো জাঁকজমক। তা সত্ত্বেও রাসের রস আস্বাদন করতে এবারও মায়াপুর ইসকন মন্দিরে বৈষ্ণব ভক্তদের ঢল নামে। লক্ষাণীয় ভিড় ইসকনের বিভিন্ন মন্দির মঠে। গোপীনিদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের রাসলীলাকে কলিযুগে নদিয়ার বুকে আরম্ভ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব ও অদ্বৈতাচার্য। তাঁদের মিলন ভূমি এই নদিয়া। তাছাড়া শাক্ত ও বৈষ্ণব রাসেরও মিলন ক্ষেত্র। তাই ইসকনের রাস মেলা উৎসব দর্শন করতে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষরা তো ছুটে আসবেনই। প্রায় পাঁচ হাজার দুইশত উনচল্লিশ বছর আগে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যমুনা তীরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপাঙ্গনাদের সঙ্গে রাসলীলাবিলাস করেছিলেন। শারদীয়া পূর্ণিমার রাতে এই রাসনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম রাসলীলা। এই রাস নৃত্য ছিল সম্পূর্ণ চিন্ময়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট বছর। ইসকন মিডিয়া সেন্টারের অধিকর্তা রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানালেন, সারা বিশ্বে ইসকন মন্দির ৬০০ মতো রয়েছে। মায়াপুরে ইসকনের দ্বিতীয় মন্দিরটি ২০২৪ সালে সম্পূর্ণ হবে। এখানে ৩০০ নিরাপত্তা কর্মী দেখভাল করছেন। বাংলাদেশে ইসকন মন্দিরে সন্ন্যাসী হত্যা সবই নক্কারজনক ঘটনা। যদিও সেখানকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট কড়াভাবে প্রতিবাদ করেছেন। উল্লেখ্য, মায়াপুরে ঐতিহ্যবাহী রাস পূর্ণিমা উৎসব থেকে প্রতি সপ্তাহের শনিবার বিকালে রাধামাধবকে হাতির পিঠে চাপিয়ে বর্ণাঢ্য সংকীর্তন পরিক্রমা চলছে মন্দির চত্বরে। এটি চলবে দোলযাত্রা পর্যন্ত। তিনি আরও জানালেন, এবার বিভিন্ন জেলা থেকে তো বটেই। দেশবিদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

ভাঙা কাঁচের আবর্জনায় গৃহস্থের মাথাব্যথা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : বাড়িতে স্তূপীকৃত কাঁচের টুকরো মাথাব্যথা বাড়িয়ে দিচ্ছে গৃহস্থের। শুধুমাত্র ক্রেতার অভাবেই এমনতর অভাবনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শহর থেকে গ্রামের অলিগলিতে। একটা সময় লোহা ভাঙা সহ টিন ও প্লাস্টিকের পাশাপাশি কাঁচের ভাঙা ও বাতিল জিনিসপত্রও কেনার জন্য প্রতিনিয়ত ক্রেতারা মহল্লায় মহল্লায় ঘুরতেন। অবশ্য এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় ওইসব ক্রেতার দেখা মিললেও তাঁদের সুরেলা হাঁক-ডাকের মধ্যে থেকে কাচ ভাঙার বিষয়টা একদমই উধাও। কাঁচের তৈরি ভাঙা ও বাতিল জিনিসপত্র কেনায় ওই ক্রেতাদের এখন ঘোর অনীহা। ফলে, সর্বত্র কার্যত প্রতিটি বাড়িতেই দিনের পর দিন কাঁচের ভাঙা জিনিসপত্র জমছে এবং যেটা গৃহস্থকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

বছর দশেক আগেও শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র গৃহস্থবাড়ি ঘুরে ঘুরে কাঁচ ভাঙা কেনার জন্য সকাল থেকেই ফেরিওয়ালাদের সুরেলা হাঁক-ডাক শুরু হয়ে যেত। বিভিন্ন ধরনের কাঁচের ভাঙা জিনিসপত্র বিক্রির বিনিময়ে গৃহস্থের বেশকিছু টাকাও হাতে আসত। একইসঙ্গে বাড়ির আনাচকানাচ আবর্জনামুক্ত হওয়ায় গৃহস্থও খানিকটা স্বস্তি পেতেন।

কিন্তু, এখন বাড়ি বাড়ি থেকে টিন ভাঙা, লোহা ভাঙার ক্রেতা হামেশাই মিললেও কাঁচের ভাঙা জিনিসপত্র কেনার কেউ নেই। বিভিন্ন জায়গায় কাঁচ তৈরির কারখানায় এখন নাকি স্ক্র্যাপ (কাঁচের ভাঙা টুকরো) কেনার

চল অনেকটাই কমে গেছে। ফলে, ওইসব কারখানায় চাহিদা না থাকায় একশ্রেণির কারবারী স্ক্র্যাপ কাঁচ সরবরাহ করতে পারছেন না। মাঝখানে থাকা এই কারবারীরাই বিভিন্ন প্রান্তের ফেরিওয়ালাদের মাধ্যমে কাঁচ ভাঙা সংগ্রহ করতেন। এইভাবে সবধরনের কারবারীর পাশাপাশি গৃহস্থরাও কম-বেশি আর্থিকভাবে উপকৃত হতেন।

এমন কোনও গৃহস্থ বাড়ি মিলবে না যেখানে কাঁচের তৈরি ভাঙা শিশি, বোতল, লাইট, গ্লাস, কাপ, প্লেট, দরজা-জানালা সহ আলমারি, শোকেসের পাল্লার টুকরো প্রভৃতি গাদা করা নেই। এসবের পাশাপাশি এখন গোঁদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো হাজির হয়েছে আদ্যিকালের সিআরটি কম্পিউটার মনিটর সহ টেলিভিশনের বাতিল পিকচার টিউব এবং অকেজো টিউব লাইট, বাল্ব। এগুলি সবই কাঁচের তৈরি। মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে এই সব কাঁচের আবর্জনা স্তূপাকারে গৃহস্থের বাড়ির আনাচকানাচ দখল করে রয়েছে। একটা সময় এগুলি রিসাইক্লিং পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন কারখানায় পাঠানো হত। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের ক্রেতা রফিক শেখ, সিরাজুল মল্লিক প্রমুখ বলেন, একসময় প্রতিটি বাতিল টিউব লাইট ১ টাকা এবং বাল্ব ২৫ পয়সা দামে কিনেছি। কাঁচ ভাঙা কিনতাম ৫০ পয়সা থেকে ১ টাকা কেজি দরে। এসব কিনে মহাজনকে বিক্রি করতাম। মহাজন এগুলি কারখানায় বিক্রি করত। কিন্তু, এখন এসব কারখানায় নাকি আর চল নেই। তাই মহাজনও আমাদের কাছ থেকে কাঁচ ভাঙা কিনছে না। সেজন্য আমরাও কাঁচ ভাঙা কিনি না। এদিকে একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন জায়গায় বাসিন্দাদের অনেকেই নিজের বাড়ির জঞ্জালমুক্ত করার জন্য অবিবেচকের মতো কাঁচের ভাঙা নানাবিধ জিনিসপত্র বাড়ির বাইরে রাস্তার পাশে ফেলে দিচ্ছেন। এর ফলে, রাস্তায় কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। অবশ্য ফেরিওয়ালা বন্ধুরা ফের যদি মহল্লায় বাড়ি ঘুরে ঘুরে ভাঙা কাঁচের জিনিসপত্র কেনার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন তাহলে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অনেকখানিই লাঘব হবে।

সঙ্গীকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচালেন ধীবররা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : আবারও সুন্দরবনে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে এক মৎস্যজীবীকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনলেন সঙ্গী ধীবরেরা। বাঘের হামলার মুখে আবারও এক ধীবর। সুন্দরবনের কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছারি বাজার নস্কর পাড়ার লখাই নস্কর গত সোমবার দুপুরে আরও দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে নদী পথে নৌকায় চেপে পেটের টানে কাঁকড়া ধরতে যায় সুন্দরবনে। সাথে ছিল দুই সঙ্গী লক্ষণ সরদার ও সমীর সর্দার। বৃহস্পতিবার সকালে যখন তাঁরা কাঁকড়া ধরছিল সেই সময় আচমকাই ধীবরদের দেখতে পেয়েই কালীবয়রা জঙ্গল থেকে তেড়ে বেড়িয়ে আসে একটি বড় মাপের বাঘ। সরাসরি হামলা চালায় লখাই নস্করের মুখে। বাঘ টি কামড় বসিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চায় জঙ্গলে। সঙ্গে থাকা দুই সঙ্গী নৌকায় থাকা লাঠি,বৈঠা নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের অদম্য সাহস নিয়ে। কোনো ক্রমে বাঘের মুখ থেকে উদ্ধার করে লখাই কে। এরপর লখাইকে নিয়ে আসা হয় কুলতলির কৈখালী ঘাটে। সেখান থেকে কুলতলি ব্লকের জামতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ওই ধীবরের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় সাথে সাথে কলকাতার পিজি হাসপাতালে রেফার করে দেয় চিকিৎসকরা। সেখানে এদিন বিকালে ওই মৎস্যজীবীর মৃত্যু ঘটে বলে জানা গেল। বার বার বাঘের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন মৎস্যজীবীরা। এই নিয়ে এ বছরে এখনো পর্যন্ত বাঘে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৯। গত বছরেও আক্রান্ত ছিল ২৯। তবে এবছরে আক্রান্তের সংখ্যা গতবারের রেকর্ড পেরিয়ে যেতে পারে বলে মনে করেছেন এপিডিআর। এপিডিআরের জয়নগর শাখার সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন,বিকল্প কর্মসংস্থান না পেয়ে মৃত্যু ভয়কে পাথেয় করে এই সব মৎস্যজীবীরা জঙ্গলে গিয়ে বাঘের শিকার হচ্ছে। তবুও সরকারের টনক নড়ছে না।অবিলম্বে বাঘে আক্রান্ত দের সরকারি ক্ষতিপূরণ চিকিৎসা ও বিকল্প কাজের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

হরিণের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক বছর আগে একবার শীতের মরশুমের শুরুতে বাঘের মৃতদেহ নদীতে ভেসে আসতে দেখা গিয়েছিল। এবারে শীতের শুরুতেই বাঘের বদলে হরিণের মৃতদেহ ভেসে এলো। আচমকাই নদীতে ওই মৃতদেহ ভেসে আসা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এদিন সকালে বন দপ্তরের কর্মীরা সুন্দরবনের কুলতলি এলাকার জঙ্গলে মাতলা নদীতে লঞ্চ নিয়ে টহলদারি দিচ্ছিলেন। সেই সময়ই হঠাৎ তাঁরা দেখতে পান নদীতে ভেসে আসছে একটি পূর্ণ বয়স্ক হরিণ। তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন তাঁরা। নদীতে হরিণের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় রহস্য দানা বেঁধেছে। ওই মৃত হরিণটির মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় কুলতলির বন দপ্তরের কার্যালয়ে। সেখানে পশু চিকিৎসকরা হরিণের মৃতদেহ খতিয়ে দেখেন। অনুমান করার চেষ্টা করেন হরিণটির মৃত্যু কীভাবে ঘটেছে। কোনও কারণে জলে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে? না, অন্য কোনও কারণে। এলাকায় মানুষের অভিযোগ হরিণটি কোনও কারণে আঘাত পাওয়াতেই তার মৃত্যু হয়েছে। সেই আঘাত কীভাবে হয়েছে তা অবশ্য বোঝা যায় নি। তবে বন দপ্তরের কর্মীদের অনুমান হরিণটির মৃত্যুর কারণ সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আক্রমণ হতে পারে।তবে সব কিছুই তদন্ত করে দেখছে জেলা বন দপ্তর।

অনিচ্ছুক পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করার অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : এবারে স্কুল ছুট কমাতে উদ্যোগ নিলো শিক্ষকেরা। স্কুল খোলার পরেও স্কুলের দিকে পা বাড়াচ্ছে না বেশ কিছু পড়ুয়া। দিনের পর দিন তাঁরা স্কুলে অনুপস্থিত। তাদের স্কুলে ফেরাতে এবার উদ্যোগ নিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকেরা। সরাসরি হাজির হলেন স্কুলে অনুপস্থিত পড়ুয়াদের বাড়িতে। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে পড়ুয়াদের বাড়ি থেকে স্কুলে নিয়ে এলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের এই উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে অভিভাবক থেকে এলাকার মানুষ স্কুলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। সোনারপুরের কালিকাপুর রামকমল বিদ্যাপীঠের ঘটনা। গত সপ্তাহে রাজ্যের সমস্ত স্কুলের সঙ্গে এই স্কুলে ও নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ দেখছে স্কুল খুললেও বেশ কিছু পড়ুয়া স্কুলে আসছে না। স্কুলমুখো হতে চাইছে না। তাই স্কুল পরিদর্শকের তরফে স্কুলে অনুপস্থিত পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরানোর নির্দেশ পাওয়ার পরেই এদিন তাঁরা পড়ুয়াদের

বাড়িতে পৌঁছে যান। তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার অভিযান শুরু করেন। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি মাধব মণ্ডল, স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ প্রতিম বৈদ্য, সহ -প্রধান শিক্ষক অমিতাভ চৌধুরী সহ আরও কয়েক জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলে এ দিন এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আশেপাশের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে স্কুলে অনুপস্থিত পড়ুয়াদের বাড়ি হাজির হন তাঁরা। আচমকাই স্কুলের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকদের বাড়িতে দেখে চমকে যায় পড়ুয়ারা। অস্বস্তিতে পড়ে যান অভিভাবকেরা। স্কুলে অনুপস্থিত হওয়ার কারণ হিসাবে কেউ বলে শরীর খারাপ। আবার কেউ বলেন ভ্যাকসিন না থাকায় রোগের ভয়ের কথা। কিন্তু সভাপতি মাধব মণ্ডল এবং প্রধান শিক্ষক পার্থ প্রতিম বৈদ্য তাঁদের আশ্বস্ত করেন স্কুলে কোনও ভয়ের কারণ নেই। করোনা বিধি মেনে ক্লাস করানো হচ্ছে। অভিভাবকরা আশ্বস্ত হয়ে পড়ুয়াদের শিক্ষকদের সঙ্গেই স্কুলে পাঠান। এদিন শিক্ষকদের সঙ্গে স্কুলে আসে বিশাল সাপুই ও দীপ নস্কর। এছাড়া ও রনি মণ্ডল, বিশ্বায়ন সর্দার সহ কয়েক জনের বাড়িতে গিয়ে তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা বলে আসেন শিক্ষকরা। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি মাধব চন্দ্র মণ্ডল জানান, স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি খুবই জরুরি। কোন পড়ুয়াকে স্কুল ছুট হতে দেওয়া যাবে না। প্রধান শিক্ষক পার্থ প্রতিম বৈদ্য জানান, স্কুল খোলার পর ক্লাস স্বাভাবিক হলেও দুর্ভাগ্যের বিষয়ে বেশ কিছু পড়ুয়া স্কুলে আসছে না। তাই প্রথমে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে স্কুলে আসার কথা বলা হয়েছে। এদিন পড়ুয়াদের বাড়িতে গিয়ে তাদের স্কুলে নিয়ে আসা হয়েছে।সরকারি নির্দেশ মেনে স্কুল ছুট কমানোর এই কাজ চলবে বলে জানা গেল।

পঞ্চায়েতের অডিটকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েতের অডিট করাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল। আর এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'পক্ষের প্রায় আট জন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পরিস্থিতি সামলাতে ব্যাপক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ওই এলাকাতে। আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতে চলছিল অডিট। আর সেই অডিট চলাকালীন তৃণমূলের বেশকিছু পঞ্চায়েত সদস্য সহ অন্যান্য কর্মীরা উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তারা দাবি করেন পঞ্চায়েতে দুর্নীতি করা হয়েছে। এই নিয়ে উপপ্রধান খতিব সরদারের গোষ্ঠীর সঙ্গে তৃণমূলের যুব সভাপতি ইন্দ্রজিত সর্দার এর গোষ্ঠীর গন্ডগোল শুরু হয়। এলাকায় খতিব মাদার সংগঠন এবং ইন্দ্রজিত যুব সংগঠনের নেতা বলে পরিচিত। শুধু তাই নয় এরপর উভয়ের মধ্যে এক প্রস্থ গালাগালি শুরু হয়। একে অপরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। ইটের আঘাতে দু'পক্ষেরই কমপক্ষে আটজন আহত হয়। এ বিষয় উপ প্রধান খতিব সর্দার বলেন, পঞ্চায়েতে যখন অডিট চলছিল তখন বাইরে থেকে কিছু সমাজবিরোধী এসে পঞ্চায়েতের সামনে গালিগালাজ শুরু করে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল শুরু হয়। পরে অবশ্য পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, এ বিষয়ে ইটখোলা অঞ্চলে যুব সভাপতি ইন্দ্রজিত সর্দার বলেন, পঞ্চায়েতে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। আমাদের বেশকিছু সদস্যকে বাইরে রেখে ওরা অডিট করতে চাইছিল। আর তাকেই কেন্দ্র করে গন্ডগোল শুরু হয়।এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজন ছড়িয়ে পড়ে।তবে এলাকায় রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী ।

তৃণমূল নেতা খুনে এখনও অশান্ত নিকারিঘাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ক্যানিংয়ের তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত আরও তিন। বাড়ি ভাঙচুর অভিযুক্তদের। উদ্ধার হল খুনের সময় ব্যবহার করা অটো। ক্যানিং এর নিকারিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের যুব তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মহরম শেখ খুনের ঘটনার পর আবারও উত্তপ্ত নিকারীঘাটা। চার দিন পার হলেও কেন মূল অভিযুক্ত রফিক শেখ সহ তার অনুগামীদের ধরতে পারল না পুলিশ, সেই অভিযোগ তুলে ক্যানিং থানাতে যুব তৃণমূলের নেতা কর্মীরা গিয়ে চাপ বাড়াতে থাকে। নেতৃত্ব দেয় ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি অরিত্র বোস। এসডিপিও ক্যানিংকে নিজেদের ক্ষোভ জানায় দলীয় নেতৃত্ব। এরপরেই উত্তেজনা বাড়ে মহরম শেখের বাড়ি এলাকা নিকারীঘাটার বেলেখালিতে। অভিযোগ রফিক শেখ এর অনুগামী মামুদ আলি হওয়ায় তার বাড়িঘরও ভাঙচুর করা হয়। এর দরুণ গোটা এলাকা উত্তপ্ত হতে থাকায় ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিনে মহরম খুনের ঘটনায় ক্যানিং থানার এস আই লিটল হালদারের নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার পুলিশের সহায়তায় খাকুড়দহ থেকে আকবর গাজি ও মামুদ আলি কাজিকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়া ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া এলাকায় মামুদ আলি সর্দারকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে খুনে ব্যবহৃত অটোটি। যদিও মূল অভিযুক্ত রফিক শেখ এখনও অধরা। মঙ্গলবার রাতে জয়নগর থেকে ধৃত দুজন ও অটোটিকে ক্যানিং থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে মূল অভিযুক্তের খোঁজে এখনো জেলা জুড়ে তল্লাশি জারি রেখেছে পুলিশ।

পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় সুদূর মুম্বই থেকে উদ্ধার হলো এক নাবালিকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,দু বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে জয়নগরের এক নাবালিকাকে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল মুম্বইতে। সেখানে নিয়ে গিয়ে দেহব্যবসায় নামানোর ছক কষেছিল অভিযুক্ত। কিন্তু জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় তা বানচাল হয়ে গেল । মুম্বই থেকে উদ্ধার করা হল সেই নাবালিকাকে। হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। গত মঙ্গলবার মুম্বইয়ের আদালতে অভিযুক্তকে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে নিয়ে শুক্রবার গভীর রাতে জয়নগরে ফেরে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে এও

জানা গেল,ধৃত অভিযুক্তের নাম আলাউদ্দিন মোল্লা,বাড়ি ক্যানিং থানার সন্দেশখালি এলাকায়। বারুইপুর পুলিশ জেলায় তার নামে বেশ কয়েকটি নারী পাচারের অভিযোগ আছে। দিল্লি, মুম্বইতে সে পাচারের কাজ করত। তার সঙ্গে আর কারা জড়িত তা পুলিশ তদন্ত করে খতিয়ে দেখছে। পুলিশ ও নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম শ্যামনগরের বাগচী গ্রাম থেকে এক নাবালিকা সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বাড়ি থেকে ডাক্তার দেখাতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। ওই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় । তাঁর পরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরার নির্দেশে এস আই বিট্টু পালের নেতৃত্বে একটি তদন্তকারী টিম গঠন করা হয়। তদন্তকারী অফিসার বলেন,ক্যানিং এর সন্দেশখালী এলাকার আলাউদ্দিন মোল্লার সঙ্গে ওই নাবালিকার পরিচয় হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। নাবালিকাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ঘুরতে যাবার নাম করে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিষিদ্ধপল্লীতে মোটা টাকার বিনিময়ে তাকে নামানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনটি বেসরকারি সংস্থা এই তদন্তে সাহায্য করে। মোবাইল ট্র্যাকিং করা হয়। তারপরেই নাবালিকার সন্ধান পাওয়া যায়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে ক্যানিং মহিলা থানার পুলিস অনেকদিন ধরেই খোঁজ চালাচ্ছে। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাতে চায়। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে এদিন জয়নগর থানা থেকে চাইল্ড লাইনের এক প্রতিনিধির মারফত নরেন্দ্রপুরের সংলাপ হোমে পাঠানো হল।

নজরদারি বৃদ্ধি

প্রথম পাতার পর

হাবড়ার জনৈক বিজেপি প্রবীণ সদস্য তথা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী রামকৃষ্ণ দে বলেন, হাবড়া ৫০ কিমির মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রের নতুন নির্দেশিকায় কার্যত বনগাঁ ও বসিরহাট পুলিশ জেলা দুটি সম্পূর্ণ ছাড়াও বারাসত পুলিশ জেলারও কিছু অংশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারির আওতায় পড়ে। আমরা মনে করি, কেন্দ্রের এই নতুন সিদ্ধান্ত একটা ভাল পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই নয়া নির্দেশিকায় বিএসএফের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে দেশের তিনটি রাজ্যে। রাজ্যগুলি হল, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব ও অসম। কথা হল বিএসএফ যদি কাউকে ধরে, তাহলে সেই অভিযুক্ত বা অভিযুক্তদের সংশ্লিষ্ট থানার হাতে তুলে দেয়। এটাই নিয়ম। তবে বিএসএফের এলাকাবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের হয়রানির দোহাই দিয়ে যে কথাগুলো বাজারে ছাড়া হচ্ছে, তা বিভ্রান্তিমূলক এবং রাজনৈতিক কারসাজি। তবে এখুনি জোর দিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই বলা যাবে না। নির্দেশিকা বাস্তবায়িত হলেই এর সুফল, কুফল বোঝা যাবে। আর সব সময়েই প্রয়োজনে যে কোনও আইন সংশোধন করার রাস্তা তো সাংবিধানিকভাবে খোলাই আছে।'

এ প্রসঙ্গে বারাসত পুলিশ জেলা এবং বনগাঁ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি যোগি থমাস বলেন, 'এখনও কোনও নোটিফিকেশন হাতে আসেনি। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সব ঠিক আছে। এর বেশি কোনও মন্তব্য করার নেই।'

মহানগরে

জলস্বপ্নে অন্তরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৪ –এ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই রাজ্যের সমস্ত ধরনের বসত বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে একাধিক প্রকল্প নিয়েছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। কিন্তু 'দি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০' – তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতাবাসীর কাছে। ওই পুর আইনে রয়েছে একটি অ্যাসেসি নম্বরে একটি পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ পাওয়া যাবে। আর নিয়মবিধিতে সমস্যার সৃষ্টি। পিতার নামে এক অ্যাসেসি নম্বরের জমিতে তিন ভাইয়ের পরিবার আলাদা আলাদা সংসারে বসবাস করে। কলকাতা পুরসংস্থার সম্পত্তিকর নতুন বছরের শুরুতেই বরো অফিসে গিয়ে ডুপ্লিকেট বিল ওই অফিস থেকেই বের করে দিয়েও আসে, জানে তো বেহালার বরো ১৩ ও ১৪ তে সারা বছরেও সম্পত্তিকরের বিল আসবে না। ফলস্বরূপ, বাবার অনুমোদনে এক ভাই পানীয় জলের সংযোগ পাওয়ার পরে, বাকি দু'ভাই পানীয় জলের সংযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একাধিক বার বরো অফিসের পানীয় জল সরবরাহের অফিসে গিয়েও নিয়মের বেড়াজালে জলের সংযোগ আনতে পারেনি। তাদের সংসারেও একাধিক ব্যক্তি থাকায় রাস্তার কলে পানীয় জলের জন্য বাড়ির সদস্যদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে নিত্যদিন। কখনো বা প্রয়োজন মতো জল না পেয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে। যদিও ২০২৪ – এর মার্চের মধ্যে রাজ্য সরকার জলস্বপ্ন প্রকল্প'টি শেষ করে ফেলবে। রাজ্য তথা দেশের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু কলকাতার এরকম পরিবারের কাছে জলস্বপ্ন অধরাই রয়ে যাবে।

রাসলীলা উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় 'প্রয়াসের' উদ্যোগে ঠাকুর 'শ্রীরামকৃষ্ণ' স্মৃতি বিজড়িত মহেন্দ্র গোস্বামী লেনের ৩০০ বছরের জাগ্রত গৃহদেবতা 'রাধাকৃষ্ণ' মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্যে ও সম্পাদিকা শম্পা মুখার্জীর সুষ্ঠু পরিচালনায় ভগবান শ্রীশ্রী 'কৃষ্ণের' 'রাসযাত্রা' মহোৎসব কোভিড বিধি মেনে অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে সন্ধ্যারতির মাধ্যমে গুরুবন্দনা করেন শম্পা মুখার্জী সম্প্রদায়। শ্রীশ্রী 'কৃষ্ণের' মহান ঐতিহাসিক জীবনী ও প্রেমময় লীলাকেলা সম্বন্দে সারগর্ভ ভাষণ দেন সুবক্তা দেবকুমার পাহাড়ী। বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিল্পী ঈশ্বর বিশ্বনাথ সুর ও শিক্ষাবিদ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীলের প্রয়াণে তাঁদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি দুমিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কবিতা পাঠ করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী বাচিক শিল্পী মৌমিতা রায় চৌধুরী ও শ্রীলতা সেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে মোহিত করে দেন প্রতিভাময়ী শিল্পী সুমা দাস, সায়নি চৌধুরী, সঞ্চিতা সেন, শুভেন গুহ, সারদাপ্রিয়া সরকার, মৌমিতা চ্যাটার্জী প্রমুখ। সমগ্র প্রাণবন্ত পবিত্র শুভ অনুষ্ঠানটি অভীক মুখার্জী, টুবলু দত্ত এবং মুন্না দেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করে। ভক্তগণকে জগযোগে আপ্যায়ণ করেন ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামী। অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন বিচারপতি তথা প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেনের ৮১তম জন্মদিন উদযাপন করা হল ২৫ নভেম্বর। প্রত্যেক বছরই তাঁর এই জন্মদিনে বসে চাঁদের হাট। বিভিন্ন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয় কিন্তু এ বছর কোভিড পরিস্থিতির কারণে সব কিছুই বাতিল করা হয়েছে তবে জন্মদিনের দিন দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত শ্যামলবাবু তাঁর বাসভবনে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এসে তাঁকে সম্মাননা প্রদান করেন আলিপুর বার্তা এবং হিন্দ সংঘের পক্ষ থেকেও তাঁকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সীমান্ত সুরক্ষায় ভারত–বাংলাদেশ বাহিনীর মধ্যে বোঝাপড়ার উন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আঞ্চলিক কমান্ডার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ স্তরের চার দিনব্যাপী সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন শুক্রবার, ২৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে কলকাতায় শেষ হয়েছে। এই সম্মেলনটি বিজিবি (উত্তর পশ্চিম জোন রংপুর এবং দক্ষিণ পশ্চিম জোন যশোর) এবং বিএসএফ (দক্ষিণ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার এবং গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ার) এর মধ্যে আয়োজন করা হয়েছিল। বিএসএফ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন অনুরাগ গর্গ, আইপিএস, আইজি, বিএসএফ, সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার । বিজিবি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওমর সাদী, এনডিসি, পিএসসি, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, রিজিওন কমান্ডার, দক্ষিণ পশ্চিম জোন, যশোর। বিজিবির পক্ষে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবিএম নওরোজ, বিএসপি, পিএসসি, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, রিজিওন কমান্ডার, উত্তর পশ্চিম জোন, রংপুর, অন্যান্য ৬ জন বিজিবি কর্মকর্তা এবং স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নেন। বিএসএফ–এর পক্ষে রবি গান্ধী, আইজি, বিএসএফ,

উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার, সঞ্জয় সিং গেহলট, আইজি, বিএসএফ, গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ার সহ আরও ৫ জন বিএসএফ অফিসার এবং একজন এনসিবি অফিসার বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল ভারত ও বাংলাদেশের দুই সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার উন্নতি ঘটানো এবং উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থে সীমান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা।

সম্মেলনের সময়ে, চোরাচালান বিরোধী অভিযান, সমন্বিত টহল/যৌথ টহল, সীমান্ত বেড়া লঙ্ঘন, আন্তর্জাতিক সীমান্তের পবিত্রতা লঙ্ঘন রোধের ব্যবস্থা, অবৈধ চলাচল ইত্যাদি সহ কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে সীমান্ত এলাকায় অবকাঠামো এবং উন্নয়নমূলক কাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উভয়পক্ষই সমন্বিত বর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (CBMP) এর অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে একসঙ্গে সমন্বিত টহল (SCP), গোয়েন্দা তথ্য আদান–প্রদান করা, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা এবং সব স্তরে বৈঠকের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো। উভয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, মাদক চোরাচালান ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা আনতে সকল ক্ষেত্রে তথ্যের আদান–প্রদান এবং সহযোগিতা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একে অপরের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন, যার ফলে আন্তঃসীমান্ত অপরাধ হ্রাস পেয়েছে, উভয় পক্ষই নিজ নিজ সীমান্ত এলাকায় উন্নয়নমূলক প্রকল্প নির্মাণের জন্য সম্মত হয়েছেন। উভয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী সম্মত হয়েছে যে, আত্মবিশ্বাস তৈরির পরিমাপ দুই বাহিনীর মধ্যে বোঝাপড়ার উন্নতি করেছে।

ক্যাপসুল কল্পতরু জলাধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার বিভিন্ন ছোটো ছোটো পকেটে নানা কারণে পরিস্রুত পানীয় জলের চাপ খুব কম। ফলস্বরূপ, কলকাতার এই সমস্ত অঞ্চলে পানীয় জল অভাবজনিত সমস্যা আছে। কিন্তু কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ সেখানে জায়গার অভাবে অন্তত সেমি–ওয়াটার বুস্টার পাম্পিং স্টেশনও তৈরি করতে না পারায় স্থানীয় অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পুর কর্তৃপক্ষ ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ–এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে এরকম ১৭টি ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এই ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের বৈশিষ্ট্য হলো আলাদা আলাদা করে কোনও জলের রিজার্ভ বা পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে না। পরিস্রুত পানীয় জলের ট্যাঙ্কের মধ্যেই ছোটো মাপের একাধিক পাম্পিং মেশিন বসানো থাকবে। আর এই ট্যাঙ্কের পাশেই থাকবে মাঝারি মাপের একটি সুইস মেশিন কাম অফিস রুম।

দক্ষিণ কলকাতার কো–অর্ডিনেটর মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডে জাপানি কনস্যুলেটের পাশেই ২১ নভেম্বর 'কল্পতরু জলাধার' নামক এরকমই একটি ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন করলেন কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের চেয়ারপার্সন ফিরহাদ হাকিম। তিনি এদিন জানান, আগামী গ্রীষ্মের আগেই কলকাতায় এরকম আরও চারটি ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন সম্পূর্ণ রূপে নির্মাণ করা হবে। দক্ষিণ কলকাতার ৯০ নম্বর ওয়ার্ডে পঞ্চাননতলা আমরি হাসপাতালের পাশে, ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজগড়, ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডে মিডল রোড এবং বেহালা পূর্বের ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তারামণি ঘাটে এই ক্যাপসুল স্টেশনগুলি তৈরি হবে। দক্ষিণ কলকাতার ধাপাস্থিত জয়হিন্দ জলপ্রকল্পের পাশে ও গড়িয়ায় আর দু'টি বড়ো জলপ্রকল্পের নির্মাণ কাজ আগামী বছরের শুরু হবে। ধাপায় ২০ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদনের জন্য ১২৬ কোটি টাকা এবং গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজের পাশে ১০ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদনের জন্য ৭০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এ বছরের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে কেবলমাত্র পানীয় জল উৎপাদন ও সরবরাহ খাতেই ২১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়াও এদিন পূর্ব যাদবপুরের কো–অর্ডিনেটর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের ছিটকালিকাপুরে একটি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের শিলান্যাস করেন কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের চেয়ারপার্সন ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার।

লেন্স বার্তা

শীত পড়তেই, টাটকা সবজি হাতে ব্যস্ত চাষিরা (ধাপায়)।

স্কুলে স্কুলে নেওয়া, প্রযোজনীয় পদক্ষেপ।

সহযোগী, টোটো ঠিক করতে তৎপর যাত্রী নিজেই। ছবি : অভিজিৎ কর

'অত্যাধুনিক' সেদিন এর মাঝেরহাট ব্রিজ, আজকের জয় হিন্দ সেতু।

কলকাতায় অ্যাসোচেম এডুফেস্টের অনুষ্ঠানে টেকনো ইন্ডিয়াকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষিত করা হয়।

ভারতীয় সংবিধান রচনায় মহিলাদের অবদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীন এবং প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে ভারত। সেই দীর্ঘ যাত্রাপথে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিন রয়েছে যা মাইলফলক হিসাবে চিরকাল স্মরণ করা হবে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এমনই একটি দিন, যখন ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক যাত্রার আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল, কিন্তু তা বিস্মৃতির আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেরকম একটি দিন হল ২৬ নভেম্বর। ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর আমাদের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। ২৬ জানুয়ারির প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে। ২০১৫ সালে এই ঐতিহাসিক দিনটির গুরুত্ব স্বীকৃত পেয়েছিল, যখন প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার ২৬ নভেম্বর তারিখে সংবিধান দিবস উদযাপন শুরু করে। এই সংখ্যার অমৃত মহোৎসব ধারাবাহিকে, আমরা ভারতের গণপরিষদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মহিলাদের জীবনকথা জানব, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের ২৬ নভেম্বর লোকসভায় তাঁর ভাষণে সংবিধানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে মন্তব্য করেছিলেন, সরকারের একমাত্র ধর্ম হল 'ভারত প্রথম', একমাত্র ধর্মগ্রন্থ (পবিত্র গ্রন্থ) হল সংবিধান। সংবিধান দিয়ে দেশ চলবে এবং একমাত্র সংবিধান দিয়েই চলবে। নিজস্ব মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করেই ভারত গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা অভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যেই ভারত একাধিক সংকট, সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। সংবিধান দিবস উদযাপন ২৬ জানুয়ারির গুরুত্ব হ্রাস করে না, বরং বর্তমান প্রজন্মও দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক নতুন ভারত গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেন। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই দিনটি উদযাপন শুরু করেছিলেন, এমন নয়, এর আগে তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৯ সাল থেকে সংবিধান দিবস উদযাপন শুরু করেছিলেন। যাইহোক, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হন তখন সরকার ভীমরাও আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংবিধান দিবস উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যখন ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন করা হচ্ছিল, তখন বিশ্বের বহু দেশে নারীদের মৌলিক অধিকার পর্যন্ত ছিল না, কিন্তু ভারতের গণপরিষদে ১৫জন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যাদেরকে স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের এই সংস্করণটি ভারতের সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সেই সকল মহিলাদের অভিবাদন জানায়।

ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নে অবদানকারী ১৫ জন মহিলা

আম্মু স্বামীনাথন
দক্ষিণানি ভেলায়ুধন
বেগম আয়াজ রসুল
দুর্গাবাই দেশমুখ
হংস জীবরাজ মেহতা
কমলা চৌধুরী
লীলা রায়
মালতী চৌধুরী
পূর্ণিমা ব্যানার্জি
রাজকুমারী অমৃত কৌর
রেণুকা রায়
সরোজিনী নাইডু
সুচেতা কৃপালানি
বিজয়া লক্ষ্মী পণ্ডিত
অ্যানি মাসকারেন

ক্ষমতাশালী মহিলা রাজকুমারী অমৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাপুরথালার রাজা হরনাম সিংয়ের কন্যা রাজকুমারী অমৃত কৌর অক্সফোর্ড থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর ১৯১৮ সালে ভারতে ফিরে আসার পর রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথমদিকে তাঁর বাবা–মা মেয়ের রাজনীতিতে

যোগদানে রাজি ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাজি হন। কিছুদিন পর তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ১৬ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধীর সচিব ছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সমর্থক হওয়ায় তিনি লবণ আন্দোলন'এবং 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে' সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন। ১৮৮৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অমৃত কৌর। দেশে প্রচলিত কুপ্রথা নির্মূল করতে তিনি লড়াই করেছিলেন। তিনি শিশুদের শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে স্কুলে পাঠ্যক্রম হিসাবে খেলাধুলা চালু করার উপর জোর দেন এবং পরে ভারতের জাতীয় ক্রীড়া ক্লাব স্থাপনে সাহায্য করেন। তিনি পর্দাপ্রথা, বাল্য বিবাহ এবং দেবদাসী প্রথার মত কুপ্রথারও বিরোধী ছিলেন। ভারতের সংবিধান প্রণয়নের জন্য যখন গণপরিষদ গঠিত হয়, তখন রাজকুমারী অমৃত কৌর সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার পর, তিনি দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ১০বছর ওই পদে আসীন ছিলেন। এই সময়কালে, তিনি নিউজিল্যান্ড, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র–সহ বহু দেশ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে নতুন দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস' (AIIMS) প্রতিষ্ঠার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালান। এমস–এর নার্সরা যাতে ছুটি কাটাতে পারেন তার জন্য তিনি সিমলায় তাঁর পৈতৃক বাড়িটিও দান করেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কমলা চৌধুরী বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জন্ম– ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮, মৃত্যু– ১৫ অক্টোবর ১৯৭০

নারীবাদী লেখিকা কমলা চৌধুরী সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন

যখনই স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলা লেখকদের ভূমিকার কথা বলা হয়, তখন নারীবাদী লেখিকা ও রাজনৈতিক কর্মী কমলা চৌধুরীর কথা অবশ্যই বলতে হয়। তিনি ১৯০৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লখনউয়ের এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে কমলা চৌধুরী সমস্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মহিলাদেরপ্রতি নিপীড়নের ছবি তাঁর প্রতিটি লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে এবং তিনি সর্বদা মহিলাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতেন। নারীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক–রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে গুরুতর প্রচেষ্টা চালানোর পাশাপাশি তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী ছিলেন এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি নারীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চরকা কমিটি গঠন করেছিলেন। তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য ছিলেন। সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদে সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ১৫জন মহিলার একজন ছিলেন কমলা চৌধুরী, তিনি সারা জীবন সাহিত্য ও রাজনীতির মাধ্যমে মহিলাদের উন্নতির চেষ্টায় রত ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি উত্তরপ্রদেশের হাপুর থেকে সংসদে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭০ সালের ১৫অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কোভিড পরিস্থিতির সময় থেকে যাদবপুরে চলছে শ্রমজীবী ক্যান্টিন। সেই ক্যান্টিনেরই ৬০০ দিন অতিক্রম উপলক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম–এর নেত্রীবৃন্দ। শতরূপ ঘোষ বলেন, আমরা চিরকালই মানুষের পাশে আছি থাকব। এই শ্রমজীবী ক্যান্টিন জ্যোতিদেবী স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। যাদবপুরের বাসিন্দা জ্যোতিদেবী ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নেত্রী। তাঁকেও এদিন স্মরণ করা হয়। ছবি : উৎপল রায়

মাঙ্গলিকী

নাটক

সাড়ম্বরে পালিত হল নারীকণ্ঠের অনুষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দে : আমাদের নাট্যজগৎ সর্বদাই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। অথচ নাটক নির্মাণে ও তার প্রদর্শনে নারী শিল্পীরা কখনই পিছিয়ে নেই বা পিছিয়ে থাকেনি। সমাজের এক অলিখিত নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে নারী নাট্যকর্মীবৃন্দকে একটু যেন পিছনের সারিতে ফেলে রাখা হয়েছে বরাবর। এটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়ে গিয়েছে। নটী বিনোদিনী, শরৎশশী, গোলাপ সুন্দরী, বিভাদেবী সরযুবালা, নীভাননী দেবী, ইন্দিরা ঠাকুরুণ, তারাসুন্দরী, সুকুমারী দত্ত, কুসুমকুমারী, আঙুরবালা (প্রভাবতী), আশাদেবী, ইন্দুবালা দেবী, কঙ্কাবতী দেবী, কৃষ্ণভামিনী, ক্ষেত্রমণি, চারুশীলা, তিনকড়ি দাসী, নিহারবালা, প্রভাদেবী এদের বাদ দিলেও পরবর্তী প্রজন্মের যথা– কেতকী দত্ত, কেয়া চক্রবর্তী, তৃপ্তি মিত্র, ছন্দা চ্যাটার্জী, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত এবং বর্তমান প্রজন্মের সেঁজুতি মুখার্জী, সীমা মুখার্জী, সোহিনী সেনগুপ্ত, সুমনা চক্রবর্তী, মোনালিসা চ্যাটার্জী, সঙ্গীতা পাল, উমা ঝুনঝুনওয়ালা, রোকেয়া রায়, অঙ্কিতা মাঝি, কথাকলি দেব, বিন্দিয়া ঘোষ, মিশকা হালিম, শিপ্রা দে, ঋতুপর্ণা ভাণ্ডারি, রেশমি সেন, তুর্ণা দাস, অন্তরা ব্যানার্জী, পৌলমী বসু, মধুরিমা গোস্বামী, তুলিকা দাস, সুকৃতি লহরি, স্বাতী বিশ্বাস, অদ্রিজা দাশগুপ্ত, ঈষিতা মুখার্জী, আলোকপর্ণা, আনন্দী বোস, অম্বিকা চ্যাটার্জী, অর্পিতা ঘোষ, দীপা ব্রহ্ম, ভদ্রা বসু, বিদিপ্তা চক্রবর্তী, মণীষা আদক, সীমা ঘোষ, রূপা দেব, সঞ্চীতা মুখার্জী, তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর, তুহিনা বসু এবং স্বাতী রায় এবং আরও অনেকে বর্তমানে নাটককেই বেছে নিয়েছেন। তালিকা দীর্ঘতর করে যাচ্ছে শুধু আত্মবিশ্বাস ও একনিষ্ঠতাকে সম্বল করে। তথাপি কোন যাদুবলে এদেরকে পিছনের সারিতে রাখা হল তা আজও আমার কাছে অজানা। পরিবর্তন হওয়া জরুরি ছিল।

দেরীতে হলেও বর্তমান স্বঘোষিত নাট্যকর্তাদের ঘুম কিছুটা ভেঙেছে। ২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায়, নাট্য আকাদেমির ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং ব্রাত্য বসু, বিজয় মুখার্জী, অনীশ ঘোষ ও ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীর শুভ উদ্যোগে নাট্য আকাদেমিতে 'নারীকণ্ঠ' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু অতিমারির প্রকোপে তারা কোন পদক্ষেপ করতে পারছিল না। বিগত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহে নারীকণ্ঠের অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হল। আশ্চর্য্য হলাম এত বড় একটা ঘটনায় মিডিয়া জগৎ আছে একমাত্র আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি হিসাবে আমিই একমাত্র হাজির।

এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা রুমা সিংহ, ভাঁটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অরগানাইজেশনের প্রাণ প্রতিমা, অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল থিয়েটার সেমিনার। বিষয় কোভিড–১৯ এ সামগ্রিক বিপন্নতা। থিয়েটার ও কুশীলব... পরিত্রান। বক্তার তালিকায় ছিলেন প্রজ্ঞা কালচারাল সেন্টারের জয়শ্রী ভট্টাচার্য, থ্যাটার কলকাতার ইন্দ্রাণী ঘোষ, উত্তর দক্ষিণ–এর কলি নারায়ণ মুখার্জী, সোমা মাইম থিয়েটারের সৌমা দাস এবং ন্যাজাট ভাবনা (সুন্দরবন) দলের মৌমিতা বর সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করলেন অনীশ ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজয় মুখার্জী। প্রত্যেক বক্তাই এই অতিমারিতে তারা কিভাবে নাট্যকর্মীবর্গের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করলেন। প্রত্যেক বক্তাই এই অতিমারির অভিশাপ থেকে শীঘ্র মুক্তির আশার কথা শুনিয়ে গেলেন। সকলের কণ্ঠেই ধ্বনিত হল একই সুর আমরা এই অতিমারি কোভিড–১৯–কে বেশ কিছুটা রুখে দিতে পেরেছি বাকিটা পারবই এবং আমাদের পারতেই হবে। এই কোভিড–১৯ আমাদের নাট্যজগৎকে একেবারে এফোড় ওফোড় করে দিয়েছে, সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় চিকিৎসক তথা বিজ্ঞানীদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমাদের এই অভিশাপ থেকে মুক্ত পৃথিবীকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। দর্শক মহল থেকে একজন বলে উঠলেন এ মারণ ব্যধি যদি চিনের গবেষণাগারে তৈরি জৈব অস্ত্র হয় তবে বিপদ এখনও কাটেনি। সেই দিকে নজর দিতে হবে। দরকার হলে বিশ্বজনমত গড়ে তোলা দরকার এবং হু (WHO)কে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। নইলে বিপদ আবার দরজায় কড়া নাড়বে।

প্রধান অতিথি বিজয় মুখার্জী সুন্দরভাবে প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যকে গুছিয়ে সাজিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে প্রথম পর্বের সুন্দর মীমাংসা রেখা টানেন।

এরপর নাটক। দুটি নাটক অভিনীত হয়। প্রথমটি বেহালা অনুদর্শী প্রযোজিত একক অভিনীত নাটক 'আহত অম্বা', নির্দেশনা ও অভিনয়ে সুমনা চক্রবর্তী, মহাভারতের অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র অম্বাকে নিয়ে রচিত নাটক। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এ নাটক সমগ্র নারীজাতির প্রতিবাদের ভাষা। পিরিওডিকাল কাহিনী হলেও উপস্থাপনের গুণে সমসাময়িক যুগোপযোগী উপস্থাপনা বলে সমাদর পাবে। সুমনার অভিনয়ও অসাধারণ। এ ধরনের নাটকে পান্ডবাণীর মতো একজন কেই সব

চরিত্র রূপদান করতে হয়। কাজটা একটু দুরূহ বটেই। দ্বিতীয় নাটক 'নামবদল'। প্রযোজনা– ঐহিক, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। নির্দেশনায় সম্বল করে সামাজিক বার্তাবহ যুগোপযোগী উপস্থাপনা। দেবব্রত ও স্বাতী দুজনেই খুব ভাল অভিনয় করলো। আসলে এই ধরনের নাটক নো–অ্যাকটিং জোনের নাটক। উভয়েই নাটকটিকে সেই মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। স্বাতী পরিচালক হিসাবে যথেষ্ট সমীহ আদায় করেছে ইতিমধ্যেই। নাট্যমোদী দর্শক অনেকবার ওর প্রতিভার সন্ধান পেয়েছে। স্বাতী অনেকদিনের নাট্যকর্মী। ঐহিক দলের প্রাণপ্রতিমা উপসংহারে জানাচ্ছি রমা সিংহ নিবেদিত অনুষ্ঠান সর্বতোভাবেই সফল। বিশ্বনাথ পাল সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন।

কবিতা

প্রতিশোধ
সন্ধ্যা ধাড়া

আজ অগণন মানুষের বাড়ন্ত তাপ
সংবাদপত্রে বলা বাপরে বাপ্
তাই পাহাড় কেটে নগর গড়া
শীত পালাচ্ছে, বাড়ছে প্রবল তাপ।
ক্ষ্যাপা মোষের মত কালবৈশাখীর ঝড়
মেঘ ও জমে পূব আকাশের পর
ঝড় যেন আজ দুষ্ট ছেলে
ভুল বোঝাতে আঁখি মেলে
প্রতিশোধ নেয় অপরাধীদের ওপর।
(ইছাপুর, দেবীতলা উঃ২৪ পরগণা)

আগাছার শেকড়
রণজিত কুমার সরকার

একটি মিনতি রেখে যাই
চলে যাওয়ার আসন্ন ক্ষণে
ফের যদি পাঠাও এখানে
নারী কিংবা নর রূপে;
সেই শক্তি দিও কন্তিতে
উপড়াতে আগাছার শেকড়
গড়তে সকলের সুখের ভুবন আর
নিষ্কন্টক নিরাপদ শান্তির বসত

আমাকে শুদ্ধ বিবেক দিও
ফের যদি ধরাধামে আসি,
সৌন্দর্য দিও হৃদয়ের তলদেশে
শুনতে দিও মনুষ্য প্রীতির বাঁশি।
(কুশমাণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর)

বইখাতা
সুনির্মল চক্রবর্তী

সারাদিন খাতা আর বই
নিয়ে চলে যত হইচই
পেনসিল দোয়াত কলম
তারা বলে আমরা কী কম!
নোটবুক আর অভিধান
তাদেরও তো কত অভিমান
অমনি দরজা খুলে যায়
কাগজেরা লুটোপুটি খায়
ভাবাচ্যাকা খায় ইটকাঠ
দিগন্তে নিমীলিত মাঠ
(সন্তোষপুর, কলকাতা–৭৫)

নিসর্গ
সনত্ দে

বাতাস আর রোদ্দুরের
অলংকারে
সে আদৃত।
দিগন্তব্যপ্ত তার রূপ দেখে
স্তব্ধ হলাম বিস্মিত হলাম শুধু
(দাশপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী)

এই সময়
সুশান্ত সেন

যতবার ভাবিবাতাসের কথা
ততবার শীষের শব্দ
যতবার দেখি ছাদের টবে দোপাটি ফুটেছে
ততবার দেখি লাল চোখে
তাকিয়ে আছেন রাজামশাই।
যতবার মন ভরে ওঠে সূর্যালোকে
ততবার কানে এসে পৌঁছায় – কু–বাক্য
মাথা গরম হয়ে যায়।
যতবার গান গাইতে যাই
দেখি সুর লাগেনা গলায় এই সময়টা
এই বিদঘুটে সময়টা ঘিরে পরমায়ু বাড়ে
দূর আকাশের নীল রঙ দেখতে দেখতে
বোধহীন শূণ্যতায়
সময় চলে যেতে থাকে
ছাদের টবে বনসাই বানাবার প্রচেষ্টায়।
(কলকাতা–৭০০ ০২০)

ভালোবাসা অন্য স্তরে
পাপিয়া দে (দাস)

ফুরফুরে বাতাস সাথে অস্থিরতাতে
মানুষ ওঠা বসা করে ভালোবাসাতে।
ঝড় ওঠে, ঝড় থামে চাঙ্গা করতে মন
সেখানে থাকে হৃদয় খোলা ভালোবাসার ধন।
মানবতার মানচিত্রে সন্ত্রাস চারিদিকে
ভালোবাসা অতিথি হয়েছেপ্রতি মুহূর্তে।
ভালোবাসা শব্দটা কুয়াশা–মাখা পথে
পাখির ডাকে, ফুলের মাঝে সাজানো খেলা ঘরে।
ইচ্ছেগুলো আকাশ জুড়ে দাপাদাপি করে
অবিরত হয়রানি অস্তিত্বের সংকটে
আন্তরিকতা বইছে শূণ্যতার দিকে
অভিমানও বইছে নিরন্তর ধারাতে
অসুস্থ মানুষের মন ভালোবাসার অভাবে
জীবনটা লুডোর মত ছক্কার ফাঁসে।
(বেলগাছিয়া রোড, কল–৩৭)

ভোরের স্বপ্ন
ডাঃ লহরী (বড়াল) চক্রবর্তী

সুরের আকাশে আলোর পাখি গান গেয়ে যায়
কোন শুকতারায় মন ভরিয়ে কান্নাহাসির দোলায়
সে যে মাতিয়ে দিতে চায়
সোনা রোদের আদর মেখে রামধনুরই স্বপ্ন এঁকে
কল্পনারই গল্প লিখে ফুলের হাসির পথটি ধরে

জীবনখাতায় রংবেরঙের গান লিখে যায়।

নতুন ভোরের স্বপ্ন নিয়ে সুরের হাওয়ায়
মন মাতিয়ে হাজার খুশীর দোলায় চেপে
ঢেউ খেলিয়ে যায়।
কোন উদাস বাউল মনের মানুষ
একতারায় সুর তুলে মন–ময়ূরীর পেখম তুলে
নাচ দেখিয়ে মন ভরিয়ে যায়।
(সালকিয়া, হাওড়া–৬)

স্বপ্ন
অভিনন্দন মাইতি

হাতের ওপর হাত রেখে যে সময় কেটে যায়
তাকে কেউই হাতছাড়া করতে চায় না

সময় ভাঙে
তবু নীরবে গড়ে যায় ঢেউ

আলোর ফিঠে রাখা যায় না কিছু
দু–হাতের মুঠি শক্তপোক্ত রেখে

এগিয়ে যায় ভেজা শরীর

ঠেলতে ঠেলতে অন্ধকারের বুকে
পৌঁতা হয় গাছ।
(হরেন্দ্রনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণ)

মানুষ
নির্মল কুমার প্রধান

এই আছি, বেশ আছি
যদিও বা গর্ত গহ্বরে আমি !

শহরের রাস্তার দুধার জুড়ে গর্ত
পা পিছলে কখন থেকে পড়ে আছি
কতজন পার হয়ে গেল পথ

সাংবাদিক, সরকারী ও এলাকার লোকজন –
কেউ কথা রাখেনি অনুনয় সত্বেও।
যে যার নিজের কথায় বহাল
চঞ্চল, বিব্রবত, অবুঝ, কাজের আছিলায় ব্যস্ত
মানবতার ছটাঁয়া পায়নি আমার আবেদন
নিজের জিজ্ঞাস্য রেখে সকলে
থেকেছে মূক–বধির – অজস্র অনুরোধেও।

গর্তে লালিত আমার জীবন
আসমান জমির অমায়িক বন্ধনে স্বচ্ছল
ক্ষুধা তৃষ্ণার আড়ালে যে অমূর্ত ভালোবাসা
তার থেকে জন্ম নিয়েছে মান আর হুঁশ
– প্রত্যক্ষদর্শী আমি আজীবন।
(বরদাপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

রঙ
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘের জন্য রঙ নিয়েছ, নাওনা হাতে তুলি,
গাছগাছালি কি করল, পাখিদের যাও ভুলি
বসে আঁকো এদের ছবি, সবর ছবি চাই,
রঙ তুলিতে রাঙিয়ে দিও, রঙ ছাড়া কিছু নাই
সূর্য রাঙায় রামধনুকে সাত–রঙা সাজ যত
তুমিও রাঙাও রঙ তুলিতে, সাজাও নিজের মত।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

মরেও বাঁচে
আব্দুল হান্নান

সেই ঘর সেই বাড়ি সেই সব কিছু
সবটুকু পড়ে থাকে মানুষ হয় পিছু
দিক শুধু একটাই ভাববার আছে
ঘরে সীমা থাকলে মরে সে বাঁচে
আজীবন বাঁচে থাকার পথ নেই কারোর
আজীবন বাঁচে থাকে কর্মের ওপর।
(রামশরণপুর, সীতারামপুর কুলপি, দঃ২৪ পরগণা)

দুটি তারা
চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র

গ্রীষ্ম এলে লাল শাড়ীতে সাজে কৃষ্ণচূড়া
নীল আকাশে ওঠে ভেসে মহান দুটি তারা
একটি হল রবীন্দ্রনাথ, একটি কবি নজরুল
সবার হৃদয়ে বিরাজ করে চিনতে হয় না ভুল।
সহজ পাঠের রবীন্দ্রনাথ সহজ ভাবেই চিনি
তাঁর পথেই চলি মোরা, গুরু বলে মানি।
বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে,নজরুল দেখালেন পথ
সেই পথেই ছুটে চলে সাম্যবাদের রথ।
একে একে ঋতু পাল্টায়, পাল্টায় প্রকৃতির ছবি
পরের পর উদয় হন অনেক মহান কবি।
(সোনাতলা, হাওড়া–৭১১৪১২)

সুন্দরবনের গ্রামে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

উজ্জ্বল সরদার : সুন্দরবনে আয়লা পরবর্তী সময় থেকে শুধু 'সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকা ও 'তেপান্তরের স্বপ্ন সংস্থা' সংগঠনটি নিয়মিত সুন্দরবনের গ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মহিলাদের সয়ম্ভরতা–সচেতনতা, গ্রন্থাগার গঠন প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক কর্মোদ্যোগ সম্পাদন করেছেন তাঁরা। সাম্প্রতিক সময়ে গত ১৯ নভেম্বর শুক্রবার এই পত্রিকা গোষ্ঠী সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি দ্বীপের বিজয়নগর গ্রামের সুন্দরবন বিবেকানন্দ ফারমারস ক্লাবের ঘরে একটি গ্রন্থাগারের শাখা উদ্বোধন করল গুণিজনের উপস্থিতিতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান মুখ্য বনপাল ড. অতনু রাহা, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডিরেক্টর তাপস দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বরেন্দু মণ্ডল। স্থানীয়ভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুকুমার পয়রা। ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে গ্রামে বৃক্ষরোপণ, নারীপাচার প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুকুমার পয়রা। ওইদিন গ্রামের কচিকাঁচাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা সকলের বিশেষ মন জয় করে নেয়। ছাত্র ছাত্রীদের ছবি আঁকা, নাচ–গান, আবৃত্তি, ডাইরি লেখা পাঠের মাধ্যমে তাদের বিবিধ প্রচেষ্টার কথা তারা সকলের সামনে তুলে ধরে। গ্রামের এইসব বাচ্চাদের জন্য শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকা গোষ্ঠী এখানে যে গ্রন্থাগার গড়ে তুলল তাতে একটি আলমারি ভর্তি গল্প, উপন্যাস, ছড়া, কবিতা, শিশু পাঠ্য, সুন্দরবন বিষয়ক গ্রন্থ প্রভৃতিতে ভরপুর। স্থানীয় একজন যুবকের সক্রিয় সহযোগিতায় এখান থেকে ছাত্র ছাত্রীরা বই পড়া ও বই আদানপ্রদান করতে পারবে। এদিনের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে প্রয়াতা অধ্যাপিকা ড. শ্রীলেখা রাহার স্মরণে স্থানীয় মহিলাদের সংগঠন 'সুন্দরবন বিজয়নগর দিশা' –র সদস্যাদের হাতে পাঁচটি সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হল আরও আকাশ' সংস্থার সৌজন্যে। এই উদ্যোগে বিশেষ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান মুখ্য বনপাল ড. অতনু রাহা। গ্রামের মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে সয়ম্ভর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এখানে বহু দিন থেকেই চলছে, এখানে এই সেলাই মেশিন গুলো অনেকটাই তাদের উপকারে আসবে। শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, সুন্দরবন বিষয়ে দীর্ঘ দশ বছর ধরে শুধু একটি পত্রিকা প্রকাশ করেই আমরা থেমে নেই, সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট আকারে আমরা আমাদের সাধ্যমত বছরের বিভিন্ন সময়ে সক্রিয় কাজ করে চলেছি, গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। একটি পত্রিকা গোষ্ঠীর এমন প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানিয়ে বিশেষ সম্মান জানালেন উপস্থিত সকলেই।

রজনীকান্ত পেলেন দাদাসাহেব ফালকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর, সম্মানীয় দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার–সহ ২০১৯ সালের জন্য ৬৭তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করেছেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জুরি ২০১৯ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ২০২১ সালের ২২ মার্চ ঘোষণা করেছিলেন।

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাওয়ার পর রজনীকান্ত তাঁর বন্ধু ও ড্রাইভারকে স্মরণ করেন। উপরাষ্ট্রপতি এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু যখন দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের একজন সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় অভিনেতা রজনীকান্তের হাতে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার তুলে দেন, তখন সেখানে উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানান। তাঁর যাবতীয় কৃতিত্বের জন্য তিনি ভক্তদের ধন্যবাদ জানান। এই পুরস্কার তিনি তাঁর পরামর্শদাতা এবং সুপরিচিত চলচ্চিত্র নির্মাতা বালচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন।

সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন মনোজ বাজপেয়ী এবং ধনুশ অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী 'ভোঁসলে' ছবিতে তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান। তিনি অভিনেতা ধনুশের সঙ্গে যৌথভাবে এই সম্মান ভাগ করে নিয়েছেন। রজনীকান্তের জামাই এবং অভিনেতা ধনুশ অসুরণ' ছবির জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান।

বি. প্রাক– হিন্দি ছবি কেশরি 'তেতেরি মিট্টি' গানটির জন্য বি. প্রাক সেরা প্লেব্যাক পুরুষ গায়ক এবং শিবানী রবীন্দ্র বরদো'গানের জন্য সেরা প্লেব্যাক মহিলা গায়কের পুরস্কার পান।

সেরা চলচ্চিত্র– হিন্দিতে সুশান্ত সিং রাজপুত অভিনীত ছিছোরে', তামিলে 'অসুরন' এবং মারাঠিতে বরদো' সেরা চলচ্চিত্রের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে।

বিজয় সেতুপতি– তামিল ছবি 'সুপার ডিলাক্স'–এর জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন বিজয় সেতুপতি।

পল্লবী যোশি–'তাসখন্দ ফাইলস' ছবিতে অভিনয়ের জন্য পল্লবী যোশি শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন কঙ্গনা মণিকর্ণিকা– দ্য কুইন অফ ঝাঁসি এবং পাঙ্গা' ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেনকঙ্গনা রানাউত। কঙ্গনা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শাড়ি পরে জাতীয় পুরস্কার নিতে মঞ্চে ওঠেন। এটি তাঁর চতুর্থ জাতীয় পুরস্কার।

৬৭তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

মোড়ক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মায়াপুর : রাস পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে ১৯ নভেম্বর সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়া আনন্দপুর সার্বজনীন দুর্গা পুজো সমিতি প্রাঙ্গণে 'অনুরণন সঙ্গীত সংস্থা' প্রকাশিত যান্মাসিক পত্রিকা 'অনুরণন সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা নভেম্বর ২০২১' আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন পর্ব অনুষ্ঠিত হল। মোড়ক উন্মোচন করেন বীরভূম মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ পার্থসারথী মুখোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা বন্দোপাধ্যায়। সংস্থার শিল্পীদের হাতে সাম্মানিক তুলে দেওয়া হয়।

অণু গল্প

কুন্দ–র প্রতিবাদ
দেবযানী চক্রবর্তী

মহিলাদের অনূর্দ্ধ উনিশ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগীতায় বাংলা এবার বিজয়ী, সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নির্বাচকদের নজর কেড়েছে বাংলার মেয়ে কুন্দরাণী মাহাতো। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সরকারীভাবে তাদের সম্মাননা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। কুন্দরাণীকেও বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। সরকারী আমলা, মন্ত্রী, সাংবাদিক এবং চিত্রগ্রাহকে স্টেডিয়াম জমজমাট।

কুন্দরাণীর হাতে ট্রফি এবং চেক্ তুলে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠল, সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলেন, গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে কী ভাবে সে নিজেকে ফুটবলার বানালো, তার পায়ে এত জোরালো শট–এরই বা রহস্য কী ?

কুন্দ কঠিন মুখে জবাব দিল, মেয়াছেল্যা হয়ে

জন্ম ইস্তক ঘরে–বারে মেলা লাথি খাইছি। ওই ফুটবলটায় পা ঠেকালেই আমার সব রাগ ফাইটে বেরায়, বেবাক পুরুষগুলার মুখে লাথি মারার সুখ পাই গ্য !
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪০)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

সবুজ–মেরুনে রেনেসাঁ

অরিঞ্জয় মিত্রঃ মোহনবাগানে নবজাগরণ আনার ক্ষেত্রে এই মানুষটির নাম আগামি দিনে নির্ঘাত লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে রেকর্ড বুকে। ৯০ এর দশকে মোহনবাগানের চিরকালীন পরম্পরা ভেঙে তাঁর আমলেই প্রথমবারের জন্য বিদেশি ফুটবলার খেলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন অবশ্য বাগানের শতবর্ষ উদযাপন হয়ে গিয়েছে। তাও শতাব্দী প্রাচীন সবুজ মেরুনে শেষ পর্যন্ত কোনও বিদেশি ফুটবলার

খেলবে ভাবাই যায়নি। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন টুটু। টুটু বসু ওরফে স্বপনসাধন বসু। বস্তুত এই মাস্টার স্ট্রোকেই তিনি মোহন জনতার নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন। চিমা ওকেরিকে এনে বাগান শিবিরে বিপ্লব এনে দেন স্বপনসাধন। এর পর ব্যারেটো, চিমা, ইগরদের জুগলবন্দিতে প্রথমবারের জন্য আই লিগ জয় করে মোহনবাগান। সবই আজ ইতিহাস। কিন্তু এমন এক ইতিহাস যা ঘাঁটলে আজও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন বাগান জনতা। এমন অনেক

২৫ বছর বাদে আবার বেঙ্গল সিনিয়র থ্রো বল দল পাড়ি দিল ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে। মহিলা ও পুরুষ থ্রো বল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যা হবে ২৭ থেকে ২৯ নভেম্বর। মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলে থ্রো বল প্রশিক্ষক সুব্রত দত্ত এবং শিখা দত্তের তত্ত্বাবধানে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ সেরে ২৬ তারিখ রওয়ানা হল দল।

কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে টুটু বসুর নামের পাশে। যা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সংবাদপত্রের মালিকানার পাশাপাশি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। মোহনবাগান মানে শুধু ধীরেন দে , বীরু চ্যাটার্জি, শৈল চ্যাটার্জি, গজু বসু নন। গোষ্ঠ পাল, শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী বা বাবলু সুব্রত ভট্টাচার্যদের ছাপিয়ে নিঃসন্দেহে টুটু বাবুর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে। শুধু তো আবেগ দিয়ে বিচার করলে হবে না। এই মানুষটি দুহাত উজাড় না করে দিলে গত কয়েক বছরে মোহনবাগানের পক্ষে কোনও দল গঠনই সম্ভব ছিল না। কারণ স্পনসর নিয়ে ঝামেলার জেরে বাগান তখন অভিভাবকহীন। নিজের পকেট থেকে ৪০–৫০ কোটি টাকা খরচ করে এই পরিস্থিতি সামাল দেন টুটু। এই সময়কালে বাগানের পারফরমেন্স দেখুন। বাংলার মধ্যে সেরা তো বটেই, দেশের মধ্যে বেঙ্গালুরু ও আইজলের মতো দলের সঙ্গে একমাত্র পাল্লা দিয়ে গিয়েছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। সনি নর্ডি, কাতসুমি, ডাফিদের মতো তারকা বিদেশিকে এনে বাগানকে সাফল্য এনে দিতে স্বপনসাধনবাবুর ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। এর ফলস্বরূপ প্রায় এক যুগের বেশি সময় পর বাগান আই লিগ জিততে পেরেছে।টুটু বসুর একটা স্বপ্ন অবশ্য এখনও সফল হয়নি। তা হল ইস্টবেঙ্গলকে ৬ গোল দেওয়ার। তার স্বপ্ন পূরণ থেমে থাকার কথা। অনেকবার বাগান দারুণ খেলেও ইস্টবেঙ্গলকে ৬ গোলে হারাতে পারেনি কিছুতেই। থেমে গিয়েছে ১৯৭৫–এর বদলা নেওয়ার অভিযান। তাও বিদেশি এনে বাগানে খাতা খোলানো থেকে শুরু করে গত ৩–৪ বছরের সেরা দল গড়ে তোলা সবই থেকে যাবে তাঁর ঝুলিতে। ধীরেন দে'র আমলের কেতাদুরস্ত পথ থেকে বেরিয়ে এসে মোহনবাগানকে পেশাদারিত্বের মোড়কে মুড়ে ফেলার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব টুটুবাবুরই। সেই জায়গাটা ধরে রাখতে তাই ফের স্বপনসাধনবাবুর দিকে তাকিয়ে সকলেই। টুটুবাবু যুগের সঙ্গে পথচলার চেষ্টা করে চলেছেন প্রথম থেকেই।

ক্রিকেট ম্যানিয়াক থেকে বেরিয়ে অন্য খেলাতেও মানানসই হতে হবে

যুধিষ্ঠির নস্কর

সাধারণভাবে একটা কথা আমাদের সমাজে চলে থাকে যে ক্রিকেট,টেনিস, গল্ফ, বিলিয়ার্ডস–স্নুকার হল তথাকথিত বড়লোকদের খেলা। আর সবার কাছে সর্বজনীন ফুটবল হল একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের খেলা। এর বাইরের হকি, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল এসব হল মূলত মধ্যবিত্তের মধ্যে আবদ্ধ। ব্যাডমিন্টনকে যেমন অনেকে শীতকালীন ক্রীড়ার তালিকায় ফেলে দিতে ভালোবাসে। অথচ এই ব্যাডমিন্টন জগতকে হাজার ভোল্টের আলোয় আলোকিত করেছেন ত্রিপুরার খুব সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা দীপা কর্মকার। ফুটবলে এরকম উদাহরণ অবশ্য ভুরিভুরি। তবে ক্রিকেট যে শুধুমাত্র বড়লোকদের খেলা নয় এই প্রবাদ কিন্তু ভেঙেছেন কপিল দেবের মতো বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। এরপর ছোট শহর থেকে উঠে আসা ধোনিও দেখিয়েছেন বিশ্বজয় করার জন্য শুধুমাত্র বড় শহর বা ধনদৌলত লাগে না, বুকের খাঁচাটা প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এখন তো ক্রিকেটে এমন অনেককেই পাওয়া যাবে যাঁরা উঠে এসেছেন রীতিমতো দরিদ্র পরিবার থেকে। অ্যাথলেটিকসে দীপা কর্মকার, পিটি উষা, সাইনি আব্রাহামরা রয়েছেন। পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে নক্ষত্র হয়ে উঠেছেন সাইনা নেহওয়াল, মেরি কম'রা।

যেভাবে অতি সাধারণ ঘর থেকে 'মিস্টার সিম্পল' কোচের তত্ত্বাবধানে দীপা কর্মকার নিজেকে এই জায়গা, এই সুবিশাল উচ্চতায় তুলে ধরেছেন তা এক কথায় লাজবাব। তার মধ্যে যে রসদ রয়েছে যে পরিমাণ জ্বালানী বর্তমান তা সহজে নিভবে বলে মনে হয় না। বরং কষ্টিপাথরে আরও নিজেকে যাচাই করে ভবিষ্যতে হয়তো এক ইস্পাতকঠিন অ্যাথলিট হয়ে উঠবেন তিনি।

হয়তো দেখা যাবে দীপার এই অসামান্য লড়াই আগামীতে সেলুলয়েড বন্দি হচ্ছে কোনও বড় পরিচালকের হাত ধরে। তার কোচ বিশেশ্বর নন্দীর প্রশিক্ষণের মন্ত্রও এতে স্থান পাবে। তবে একটা দিক স্পষ্ট দীপা কর্মকার কোনও আপাদমস্তক সফল পরিবার থেকে বেড়ে ওঠা নারী নন। তিনি এক যোদ্ধা। অভিযোজনের সূত্র মেনে যিনি হরদম লড়াই করে চলেছেন যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। এই লড়াই অলিম্পিক্সের আসরে মোটেই শেষ হয়ে যায় নি। বরং সবেমাত্র তার শিখা প্রজ্বল্যমানতা লাভ করেছে। যার অনতিদূর স্পর্শ ছুঁয়ে যেতে চাইছে আসন্ন সেই সকালকে যেদিন বিশ্বজোড়া অ্যাথলিট মহলে ভারতবর্ষও একটা নাম হয়ে উঠবে। দীপা যে কাজটা শুরু করলেন আগামীতে হয়তো দেখা যাবে তা পুরো দেশকে একটা আলাদা আসন দিয়েছে, করে তুলেছে

কুলীন। এতগুলি বছর পেরিয়ে গেলেও মিলখা সিং, পিটি উষাদের কথা কি আমরা ভুলতে পেরেছি? এরা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, পদক না জিতেই। দীপার ক্ষেত্রেই ঠিক অনুরূপই ঘটতে চলেছে। কে বলতে পারে এই সামান্যর বিচ্যুতিতে চতুর্থ হওয়া দীপার মনে প্রদীপের সলতেটাকে পাকিয়ে দেবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি লক্ষ্যে সফল হচ্ছেন।

ভারতের খেলাধুলার জগতে তাও এই অন্য খেলাগুলো কেমন যেন দুয়োরাণীর মতো হয়ে থেকে গিয়েছে। সেই জায়গা জুড়ে রয়েছে ক্রিকেট। অর্থাৎ ভারতের খেলাধূলার অঙ্গনে ক্রিকেট যেন সুয়োরাণী। তবে সেই রাক্ষসী সুয়োরাণীর মতো ক্রিকেট অন্য খেলাকে কেমন যেন গিলে ফেলেছে। সেজন্য যেন এখনও বলা হয়ে থাকে ক্রিকেট ভারত বা ভারতবাসীর কাছে ধর্ম হয়ে উঠেছে। এই ক্রিকেটের অক্টোপাসের মুখে পড়তে থাকা ভারতের খেলাধুলার জগতে এটা সবার আগে মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্রিকেট এমন একটি খেলা যা বহুবছর ধরে চলতে থাকলেও মাত্র কিছু দেশের মধ্যেই তা সম্প্রসারিত হয়েছে। অলিম্পিকস, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এমনকি সাফ গেমসের আসরেও কিন্তু ক্রিকেট সেভাবে মর্যাদা পায় না। ভারত বাদে ক্রিকেটের কুলীন দেশগুলি হল অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা। দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থা এখন তথৈবচ। বাংলাদেশকে বড়জোর রাখা যেতে পারে ক্যারিবিয়ানদের সঙ্গে এক ব্র্যাকেটে। কানাডা, জিম্বাবোয়ে, হল্যান্ড, আফগানিস্তান, স্কটল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড সহ আরো কয়েকটি দেশ ক্রিকেট খেলছে ঠিকই কিন্তু তাদের ঘিরে কোনওদিনই সেরকম সাড়াশব্দ নেই। তাও এদেশে ক্রিকেট নিয়ে একটা অদ্ভুত উন্মাদনা রয়েছে। আইপিএল বা টি –২০ ফর্ম্যাট আসার পর সেই ক্রিকেট সরণীতে আরো নতুন তোড়জোড় এসেছে। তবে এর মাঝেই পেশাদারিত্বের মোড়কে যেভাবে ভারতে ফুটবল এবং কবাডি লিগ শুরু হয়েছে তা অতি অবশ্যই ক্রিকেটের মনোপলিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সকার লিগ বা আইএসএলের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। ক্রিকেটের নতুন রোমান্স যদি দেশবাসী আইপিএলকে নিয়ে করে থাকে তবে নিশ্চিতভাবে ফুটবলের আইএসএলের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করছে তারা। ফুটবলকে ঘিরে এখন অনেক পেশাদারিত্বের মোড়ক তৈরি হলেও এর সূচনা কিন্তু হয়েছিল তিন যুগ আগে। ফুটবলের খোলনলচে হয়তো অনেকটাই পালটাবে। তবে মনে রাখতে হবে মিলোভানের সময় যে বিজ রোপণ করা হয়েছিল তা এখন মহীরূহ হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে একটু মিলোভান সাহেবের সময়কাল ফিরে দেখা যাক। আশির দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় ফুটবলে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো আবির্ভাব ঘটেছিল চিরিচ মিলোভানের। এতটা বড় মাপের কোচ ভারতের মাটিতে সত্যি বলতে খুব কম এসেছে। বিদেশি কোচ দেশের হয়ে যেমন এসেছেন, তেমনই ক্লাব দলগুলির ক্ষেত্রেও বহু বিদেশি এর মধ্যে এদেশে ঘুরে গিয়েছেন। সব বড় দলের কোচিংয়েই এসেছেন তাঁরা। তারওপর আইএসএল বা ইন্ডিয়ান সকার লিগ শুরু হওয়ার পর ফুটবলার থেকে কোচ সবেতেই বিদেশিদের রমরমা শুরু হয়েছে। তাও এত কিছুর মাঝেও এখনও নাম করতে হয় মিলোভান সাহেবের। বস্তুত, সেসময় নেহরু গোল্ড কাপে ভারতের হয়ে প্রশিক্ষণ দিতে এসে নিজের জাত চেনান সাবেক যুগোস্লাভ এই ভদ্রলোক। অনেকটা ক্রিকেটে জন রাইট বা গ্যারি কার্স্টেনদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে এই মিলোভানের। তবে ক্রিকেটে ভারতের কৌলিন্য আর ফুটবলে মিলোভানের ভারতের মতো পিছিয়ে থাকা একটি দলের দায়িত্ব নেওয়ার তুলনা ঠিক টানা যায় না।

সেসময় কৃশানু দে, বিকাশ পাঁজি, সুদীপ চ্যাটার্জি, বিশ্বজিত ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুব্রত ভট্টাচার্যদের নিয়ে এক স্বপ্নের যাত্রা করেন মিলোভান। ভারতীয় ফুটবল আজ যতটুকুই এগোক না কেন, নিঃসন্দেহে একটি মাইলস্টোন রচনা করেছিল চিরিচ মিলোভানের সেই কোচিং পর্ব। প্রতি ম্যাচে নতুন নতুন ক্যাপ্টেন বাছাই করার মধ্যে মিলোভান সাহেব যেন ইগো ভাঙতে চেয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলারদের। মিলোভানের তত্ত্বাবধানে দুরন্ত পারফরমেন্সও করে ভারত। শক্তিশালী আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে অসাধারণ নৈপুণ্য উপহার দেন ভারতের ফুটবলাররা। সেই আর্জেন্টাইন দলের হয়ে খেলা (পরের বিশ্বকাপে তারকা হয়ে ওঠা)বুরুচাগা জার্সি বদল করেন সেই দলের স্টার ফুটবলার হয়ে ওঠা বিদেশ বসুর সঙ্গে। বস্তুত, সেই জার্সির রঙ ছিল ১১। এছাড়াও সেই আর্জেন্টিনা দলের জার্সি যারা গায়ে চাপায় সেই গোলকিপার পম্পিদো, ভালদানো, ব্রাউনরাও ছিল সেই নেহরু কাপের দলে। আর্জেন্টিনা ছাড়াও মিলোভানের কোচিংয়ে থাকা ভারতীয় দল চিন, রোমানিয়া, পোলান্ড, উরুগুয়ে প্রভৃতি দলের বিপক্ষেও চরম ভালো পারফরমেন্স করেছিল। যার কন্টিউনেশন হয়তো এতদিন পর হচ্ছে আইএসএল–এর মাধ্যমে। পরিশেষে বলা ভালো ক্রিকেটের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুধু ফুটবলই পারে না। হকি, ব্যাডমিন্টন, কবাডি, ভলিবল, সাঁতার, জিমন্যাস্টিক সহ আরো অনেক দিক উন্মোচন করতে পারলে তবেই ভারতীয় ক্রীড়া জগত স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারবে।

গণপরিষদে গুরুত্বপূর্ণ লীলা রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : জন্ম– ২ অক্টোবর ১৯০০, মৃত্যু– ১১ জুন ১৯৭০ লীলা রায় ১৯৩১ সালে 'জয়শ্রী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন যেটি শুধুমাত্র মহিলারা সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন।

লীলা রায় মহিলাদের রাজনীতিতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন নারী অধিকারের এক বিশিষ্ট সমর্থক। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সাহসী সৈনিক, লীলা রায় ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর অসমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সুভাষ চন্দ্র বসুর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। শৈশব থেকেই মেধাবী লীলা ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি চাইতেন নারীরাও যেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন এবং বোমা তৈরির বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে ব্রিটিশরা তাঁকে ছয় বছরের জন্য কারারুদ্ধ করেছিল। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মহিলা যিনি গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং নারী ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দেশ ভাগের প্রতিবাদে তিনি গণপরিষদ পরিত্যাগ করেন। পরে, তিনি সামাজিক কাজ এবং নারী শিক্ষার অধিকারে নিজেকে নিমগ্ন করেন এবং ঢাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মেয়েদের দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করেন এবং তাঁদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এটি লক্ষণীয় যে তিনি আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদের মার্শাল আর্ট শেখার প্রয়োজনীয়তার উপরেও জোর দিয়েছিলেন এবং মহিলাদের জন্য অনেক স্কুল এবং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লীলা রায় সারা জীবন সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

গান্ধী ডাকতেন 'তুফানি' বলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জন্ম– ২৬ জুলাই ১৯০৪, মৃত্যু– ১৫ মার্চ ১৯৯৮

মালতি চৌধুরীর জন্ম পূর্ব বাংলায়, যা বর্তমান বাংলাদেশে।

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য, মালতি চৌধুরী শুধুমাত্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী–সহ সুবিধাবঞ্চিত সকল মানব সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

১৯০৪ সালের ২৬ জুলাই তাঁর জন্ম হয়। মালতী ১৯২১ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে পড়াশোনার জন্য শান্তিনিকেতনে যান এবং যেখানে তিনি বিশ্বভারতীতে ভর্তি হন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে মালতী চৌধুরী লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে কারারুদ্ধ যান। তাঁর স্বামী পরবর্তীকালে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণ এবং কর্মকাণ্ডের জন্য গান্ধীজি তাঁকে 'তুফানি' ডাকনাম দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আদর করে মিনু বলে ডাকতেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাকে বেশ কয়েকবার জেলে যেতে হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের পর, তিনি কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক কর্ম সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও, তিনি ওড়িশার অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বাজিরাও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মালতি ১৯৪৬ সালে গণপরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পরেও তিনি সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জারি করা জরুরি অবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৯৮ সালের ১৫ মার্চ ৯৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

নেতাজি বঙ্গবন্ধুর সূত্রে বঙ্গমাটির চেতনা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুফল হিসাবে মুক্ত ভারতকে আমরা পেয়েছি। মুক্ত খণ্ডিত ভারতের বয়স ৭৫ চলছে। এর সাথে সাথে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিনও আমরা পালন করছি। কোভিড মহামারির জাঁতাকলে পড়ে সবকিছু বেশ অনেকটা গৌণ হয়ে গেলেও কোভিডের দাপট কিছুটা হালকা হলে এক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যার সূচনা হবে বাংলাদেশের ঢাকায়। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের ৫০ বছর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ১০০ বছর উপলক্ষে দু–দেশের মধ্যে নেতাজি–বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রার আয়োজন করেছে 'নেতাজি–বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি'। ডিসেম্বরে ঢাকায় এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করবেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ উপাধ্যক্ষ ড. এএএমএস আরিফিন সিদ্দিকি। অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার ধানমুণ্ডিতে বঙ্গবন্ধু ভবন সংলগ্ন এলাকায়। এরপর ৭দিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে যে সমস্ত জায়গায় বঙ্গবন্ধু এবং নেতাজির পদধূলি পড়েছে। এছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের যে সমস্ত এলাকা রক্তাক্ত হয়েছিল এবং দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল সেসব জায়গায় এই যাত্রা শ্রদ্ধা জানাবে। এছাড়াও চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনসহ অন্যান্য সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং মুক্তি সংগ্রামীদের সংগ্রাম স্থলের মৃত্তিকা সংগ্রহ করা হবে। বাংলাদেশের জিকর গাছায় যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল সেই স্থলের মৃত্তিকাও নিয়ে আসা হবে। এরপর ভারতের উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে নীলগঞ্জ হয়ে সেখানের মাটি সংগ্রহ করে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বঙ্গ মাটিকে শ্রদ্ধা জানানো হবে। উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। এরপর এই চেতনা যাত্রা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ভারতের কোনায় কোনায় পাড়ি দেবে তার মধ্যে রয়েছে অসম, গৌহাটি, মণিপুর সহ অন্যান্য রাজ্য। এরপর ২৩ জানুয়ারি ২০২২ এই যাত্রা সমাপন হবে দিল্লিতে। দুই মহান নেতার সূত্রে দুই দেশের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলে দুই দেশের ওয়াকিবহাল মহল জানিয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া দুই দেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও দুই দেশের মাটি এক। এই বঙ্গ মাটির সংগ্রামকেই ভয় পেয়ে ব্রিটিশ ছেড়েছে দেশ। তবে নানান কুচক্রীদের তত্ত্বাবধানে দেশ হয়েছে দ্বিখণ্ডিত। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বার বারই বলেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের কারণ হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তাই এই দুই নেতাই যেন আজ দুই দেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়াকে ছিঁড়ে ফেলে বঙ্গমাটিকে এক করে তুলছে যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে 'নেতাজি–বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি'। এছাড়াও এদের হাত ধরেছে বাংলাদেশের অন্যতম সুপ্রচারিত গণমাধ্যম 'বহুমাত্রিক ডট কম', 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর নেতাজি আইডিওলজি' সহ ভারতের 'স্কাউট অ্যান্ড গাইড গঙ্গানগর' এবং 'নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি', 'হিন্দ সংঘ' ও 'আলিপুর বার্তা'।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com